NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ভারতের বিপদ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট জুটিতে

বিজেপির বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে অপারেশন লোটাসের অভিযোগ ৭

কলকাতা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৪ পৌষ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.12.2024, Vol.18, Issue No. 199, 8 Pages, Price 3.00

পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মূল পান্ডা ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের অন্যতম মূল পান্ডা গাইঘাটা থেকে গ্রেপ্তার রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে। পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে দু'দিন আগে আস্তানা বদলেও কোনও লাভ হল না অভিযুক্তের। কলকাতা পুলিশ এবং গাইঘাটা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত মনোজ গুপ্ত।

কলকাতা ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার বাসিন্দা হলেও দু'দিন আগে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এলাকার বিশ্বজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি বাড়িতে থাকতে ভাড়া থাকতে শুরু করেন তিনি। গোয়েন্দারা শনিবার মধ্যরাতে সেই বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। জাল পাসপোর্ট মামলার তদন্তে ইতিমধ্যে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশের সন্দেহ ভুয়ো নথিপত্রের মাধ্যমে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দিচ্ছে একটি চক্র।

দু'মাস আগে ভবানীপুর থানায় একটি পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগ হয়। সেই মামলার সূত্র ধরেই শনিবার মনোজকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ। পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে উঠে আসে মনোজ গুপ্তর নাম তবে তাঁর নাগাল পাচ্ছিল না পুলিশ হন্যে হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খুঁজছিলেন গোয়েন্দারা। অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা বিভাগ।

পুলিশ জানিয়েছে, জাল নথি ব্যবহার করে পাসপোর্ট তৈরির যে চক্র মাথাচাড়া দিয়েছে তার অন্যতম মাথা ছিলেন ওই মনোজ। গাইঘাটার ঢাকুরিয়া এলাকার যে বাড়ি থেকে মনোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই বাড়িতে দু'দিন আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই ঠিকানায় সুমনা মল্লিক নামে মহিলার কাছে থাকছিলেন মনোজ। যদিও ওই মহিলার দাবি, মনোজকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন না। তাঁর এক পরিচিত ভাই পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন ভদ্র তাঁকে বলেছিলেন পারিবারিক অশান্তির জন্য বাড়ি ছাড়া মনোজ, তাই তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।

এখানেও প্রশ্ন, তপন ভদ্রর সঙ্গে কী ভাবে পরিচয় হয় মনোজের তদন্ত করছে পুলিশ। মনোজ গুপ্ত গ্রেপ্তারের পর তপন ভদ্রের কোনও খোঁজ মেলেনি তাঁর স্ত্রী জানান, তিনি মনোজ গুপ্ত নামে কাউকে চেনেন না এমনকি কখনও দেখেননি তপন ভদ্রের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে গিয়েছে যদিও তপন ভদ্রের মোবাইল নম্বর বন্ধ রয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন তপন ভদ্রের সঙ্গে মনোজ গুপ্তর কী সম্পর্ক!

দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ানে অবতরণের সময় দুর্ঘটনায় জেজু এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানের ১৮১ যাত্রীর মধ্যে ১৭৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

বাগে এল বাঘিনি

আটদিনের বাঘবন্দি খেলা শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঘবন্দি খেলা শেষ! অবশেষে খাঁচাবন্দি বাঘিনি জিনাত। রবিবার সাড়ে চারটা নাগাদ ঘুমপাড়ানি গুলি করে তাকে বাগে আনেন প্রশিক্ষিত বনকর্মীরা। তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এক প্রাণীকেই রক্ষা করেনি, আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার গুরুত্বকেও শক্তিশালী করেছে। আপনাদের এই অসামান্য কাজের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ!'

উল্লেখ্য, রবিবার বাঁকুড়ার রানিবাঁধের গোঁসাইডিহির জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছিল বাঘিনি। পুরো জঙ্গল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ওই দিন ও রাতে একাধিকবার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হলেও কাজ হয়নি। অবশেষে রবিবাসরীয় বিকেলে বাগে আনা গেল বাঘিনিকে। ক্রমশই চতুর বাঘিনি জিনাতকে ধরা যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল বন দপ্তরের কাছে। রাতভর দু'বার ঘুমপাড়ানি গুলি করার পরেও তাকে অচেতন করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাকে খাঁচাবন্দি করে ওড়িশার সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা সকালেও অধরা ছিল বন দপ্তরের কাছে। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোরে পুরুলিয়ার ডাঙরডিহির জঙ্গল থেকে বাঘিনি ঢুকে পড়েছিল বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের গোঁসাইডিহির জঙ্গলে। বাঘিনির অবস্থান নিশ্চিত হতেই শনিবার বেলা দশটা থেকে তাকে বাগে আনতে মরিয়া চেষ্টা শুরু হয় বন দপ্তরের। দিনের আলোয় তাকে চোখে দেখে শনিবার বেলা তিনটা নাগাদ একবার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়ে বন দপ্তর। কিন্তু সেই ঘুমপাড়ানি গুলি আদৌ তার শরীরে লেগেছিল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত জানা যায়নি।

এরপর রাতের অন্ধকার নামার পর ফের শুরু হয় বাঘিনিকে বাগে আনার মরিয়া চেষ্টা। জাল দিয়ে ঘিরে রাখা জঙ্গলের চারিদিকে আগুন জ্বেলে রাতভর বাঘিনিকে পাহারা দেন বন কর্মীরা। এরপর ইনফ্রারেড থার্মাল ড্রোনের সাহায্যে বাঘিনির লোকেশন ট্র্যাক করে একের পর এক ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। সূত্রের খবর, রাত ১ টা ২০ ও ভোর ৩ টা নাগাদ দু'বার বাঘিনিকে লক্ষ্য করে যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তা লক্ষ্যভেদ করে। ঘুমপাড়ানি গুলির প্রভাবে বাঘিনি সাময়িক ভাবে ঝিমিয়ে পড়লেও, তাকে উদ্ধার করে খাঁচাবন্দি করার আগেই সে আবার চাঙ্গা হয়ে যায়। কী কারণে এমনটা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। বাঘিনিকে কাবু করতে বিকেল পর্যন্ত লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যান বন দপ্তরের কর্মীরা।

অবশেষে বন্দি জিনাত। দিন সাতেকের লুকোচুরি শেষে রবিবার দুপুরে বাঁকুড়ার জঙ্গলে ধরা পড়ল ওড়িশা থেকে আসা বাঘিনি। তাকে কাবু করতে শনিবার থেকে তাকে লক্ষ্য করে বার বার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনা যায়নি। শনিবার রাতভর জনিতকে খাঁচাবন্দি করার চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ফের জনিতকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়েন বনকর্মীরা। সেই গুলি লাগে বাঘিনির গায়ে। তাতেই কাবু হয় সে। পরে তাকে ধরে আনা হয়।

শনিবার সকালে পুরুলিয়ার জঙ্গল থেকে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থানার গোঁসাইডিহি গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল জনিত। অবস্থান নি শ্চিত হওয়ার পরেই ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বাঘিনিকে কাবু করার বন্দোবস্ত শুরু করে বন দফতর। গুলি ছোড়াও হয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। আবার জঙ্গলেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছিল বাঘিনি। এর পর গোটা জঙ্গল ঘিরে ফেলে জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে জনিতকে খাঁচাবন্দি করার কৌশল নেওয়া হয়েছিল। সেই কৌশলেই সাফল্য আসে। অবশেষে বনকর্মীদের জালে ধরা পড়ে বাঘিনি।

গত ১৫ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের তাডোবা-আন্ধারি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে তিন বছরের জনিতকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পে (টাইগার রিজার্ভ, সংক্ষেপে বা এসটিআর) আনা হয়েছিল। কয়েক দিন ঘেরাটোপে রেখে পর্যবেক্ষণের পরে রেডিয়ো কলার পরিয়ে ২৪ নভেম্বর তাকে সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। তার পরেই ঝাড়খণ্ডের দিকে হাঁটা দেয় জনিত। কয়েক দিন ঝাড়খণ্ডে ঘুরে চাকুলিয়া রেঞ্জের রাজাবাসার জঙ্গল পেরিয়ে চিয়াবান্ধি এলাকা থেকে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত কাটুচুয়া জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সে। তার পর ঝাড়গ্রাম থেকে বাঘিনি পৌঁছে যায় পুরুলিয়ার জঙ্গলে। শনিবার সকালে তার আস্তানা বদলে সে পৌঁছয় গোঁসাইডিহি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোরের দিকে বাঘিনির গর্জন শুনতে পেয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। এলাকায় তার পায়ের ছাপও দেখা যায়। তা থেকে গ্রামবাসীরা নিশ্চিত হয়েছিলেন, গ্রাম থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে। বাঘিনির গলায় থাকা রেডিয়ো কলার সিগন্যাল ট্র্যাক করে সেখানে পৌঁছে যান বনকর্মীরাও। তাঁরা জানতে পারেন, গ্রামের অদূরেই মুকুটমণিপুর জলাধার লাগোয়া ছোট জঙ্গলে রয়েছে জনিত। এর পরেই দ্রুত গোটা জঙ্গল ঘিরে ফেলা হয় নাইলন দড়ি দিয়ে। গ্রামবাসীদের উপর বাঘিনির হামলা ঠেকাতে গ্রামের রাস্তাও জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। জঙ্গলে একাধিক খাঁচা পাতার পাশাপাশি দু'টি মহিষকেও টোপ হিসাবে রাখা হয়েছিল।

কংগ্রেসের তির 'অপমান', পদ্মের খোঁচা শিখ নিধন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: বিদায়বেলায় মনমোহন সিংকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস। দাবি করা হয়, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যে একাধিক 'অব্যবস্থা' দেখা গিয়েছে। আগেই কংগ্রেসের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি। এ বার সরকারের তরফে মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার দুই সদস্য হরদীপ সিংহ পুরী এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব। দুই মন্ত্রীর অভিযোগ, কংগ্রেস 'নোংরা রাজনীতি' করছে। পাশাপাশি ভারতের প্রথম শিখ ধর্মাবলম্বী প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করার যে অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস, তার পালটা মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য হরদীপ সিংহ পুরী কংগ্রেস আমলে 'শিখ নিধন দাঙ্গা'র প্রসঙ্গ তুললেন।

শনিবার সমাজমাধ্যমে রাহুল গান্ধি লিখেছিলেন, 'আজ দিল্লির নিগমবোধ ঘাট শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ভারতমাতার মহান সন্তান এবং প্রথম শিখ ধর্মাবলম্বী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে অপমান করেছে কেন্দ্র।' রবিবার তার পালটা কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী পুরী বললেন, 'যখন আমার সম্প্রদায়ের ৩০০০ জন মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল, তখন শিখেদের জন্য তাদের শ্রদ্ধা কোথায় ছিল?' নিজেও শিখ ধর্মাবলম্বী পুরী ১৯৮৪-র দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ করেন কংগ্রেসকে।

রবিবার পুরী দাবি করেন, মনমোহনের শেষকৃত্য নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কংগ্রেস নোং রা রাজনীতি করে

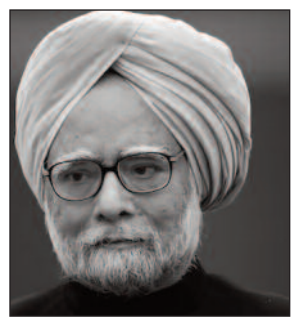

বিতর্ক তৈরি করছে বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। রাজঘাটের পরিবর্তে দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে কেন মনমোহনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। রবিবার সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে পুরী বলেন, 'দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। রাজঘাটে জল জমার সমস্যা রয়েছে।'

কংগ্রেসের তোলা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পালটা আক্রমণের পথে হাঁটেন পুরী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাওকে আক্রমণ করার অভিযোগ তোলেন তিনি। বলেন, 'এই কংগ্রেসই পিভি নরসিংহ রাওয়ের মরদেহ দলের সদর দপ্তরে ঢুকতে দেয়নি। তাঁর শেষকৃত্য হায়দরাবাদে হয়েছিল।' প্রায় একই সুরে কংগ্রেসের উদ্দেশে আক্রমণ শানান মন্ত্রিসভার আর এক সদস্য অশ্বিনী বৈষ্ণবও। তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের শেষ যাত্রার রাজনীতিকরণ করছে কংগ্রেস। মনমোহন প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে কংগ্রেস তাঁকে বার বার কোণঠাসা করেছে। এখন তারা ভন্ডামি করছে।'

শনিবার মনমোহনের শেষকৃত্যে 'অশ্রদ্ধা' এবং 'অব্যবস্থা'র ৯ দফা নমুনা তুলে ধরে কংগ্রেস। শনিবার নয়াদিল্লির নিগমবোধ শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর। কেন নির্দিষ্ট স্মৃতিসৌধে মনমোহনের শেষকৃত্য হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মনমোহনকে অপমান করার অভিযোগ তোলেন।

পুকুরে বস্তাবন্দি মানুষের দেহাংশ উদ্ধার বারাসতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: জনবহুল এলাকার পুকুরের মধ্যে থেকে ধাপে ধাপে উদ্ধার বস্তাবন্দি মানুষের দেহাংশ। নৃশংস ভাবে খুনের পর দেহ ১০ খণ্ডে কেটে একাধিক বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন হৃদয়পুর এক নম্বর বেঙ্গল কেমিক্যাল সংলগ্ন পুকুরে। শনিবার গভীর রাতে ও রবিবার ভোরে বস্তাবন্দি দেহাংশ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেহাংশগুলি কোনও একই ব্যক্তির কিনা তা জানার জন্য ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

প্রাথমিক অনুমান, কোনও পুরুষ ব্যক্তিকে খুন করে দেহাংশগুলি আলাদা করে বিভিন্ন প্যাকেটে মধ্যে ভরে ওই পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বারাসত থানা ও এলাকার মানুষের দাবি তাদের এলাকার কোনও মানুষ নিখোঁজ নেই বা কেউ নিখোঁজের অভিযোগও দায়ের করেননি। সেক্ষেত্রে দেহটি কোনও

এরপর দুয়ের পাতায়

আজ সন্দেশখালিতে মমতা, প্রশাসনিক বৈঠকের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আজ দুপুর ১টা নাগাদ সন্দেশখালিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির ঋষি অরবিন্দ মিশন মাঠে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তিনি। তার আগে প্রস্তুতি তুঙ্গে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সীমান্ত এলাকার জনপদ। রবিবার মাঠ পরিদর্শন ও কাজের তদারকি করেন উত্তর ২৪ পরগবার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, বসিরহাটের এসডিও আশিস কুমার, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রী আকাশ পথে আসবেন, তাই হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এদিন সেই হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার ওঠানামা করিয়ে পরীক্ষামূলক চেক করা হয়।

লোকসভা নির্বাচনে কথা দিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা

বলবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সন্দেশখালি সফর। শুধু মানুষের সঙ্গে দেখা করাই নয় সন্দেশখালির মানুষের জন্য সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন। সেখানকার উন্নয়নের খতিয়ান, আর কী কী কাজ সেখানে করার আছে, সে সবই খোঁজ নেওয়ার কথা তাঁর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের প্রায় ২০ হাজার মানুষের হাতে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা তুলে দেবেন। মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি

এরপর দুয়ের পাতায়

ডিজিটাল পূর্ণকুম্ভ, মেলায় হারালে খুঁজবে এআই

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: এবারের পূর্ণকুম্ভে পুণ্যার্থীদের জন্য বেশ কিছু 'ডিজিটাল' সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। শনিবার বছরের শেষ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে সে কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুণ্যার্থীদের আরও ভালো করে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যও নিচ্ছে প্রশাসন। মোদি জানান, এ বারের কুম্ভমেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে নজরদারির জন্য। মেলায় কেউ হারিয়ে গেলে, তাঁকে সহজে খুঁজে বার করা যাবে এই ক্যামেরার মাধ্যমে।

তিনি জানান, এবারে দেশবাসী 'ডিজিটাল মহাকুম্ভ'র সাক্ষী থাকবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি চ্যাটবটের ব্যবস্থাও করছে প্রশাসন। ১১টি ভাষায় সেটি এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেবে। তীর্থযাত্রীরা মোবাইলে সরকারি অনুমোদিত ট্যুর প্যাকেজ সহ অন্যান্য জরুরি তথ্য পেয়ে যাবেন বলেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মেলায় ভিড়ের মধ্যে কেউ পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে গেলে, এই ক্যামেরার মাধ্যমে তাঁকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

১২ বছর পর ফের পূর্ণকুম্ভ মেলা বসছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে পূর্ণকুম্ভ। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা। তার জন্য প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরুও করে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কী কী ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা মিলবে, তারও একটি আভাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পুণ্যার্থীদের জন্য 'ডিজিটাল নেভিগেশন' ব্যবস্থা রাখা হবে। পূর্ণকুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণে কোথায় কী রয়েছে, সে

'মন কি বাত'-এ জানালেন মোদি

বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে এর মাধ্যমে। কোন দিকে কোন ঘাট, মন্দির কিংবা কোন সন্ন্যাসীর আখড়া রয়েছে, তা সহজে পুণ্যার্থীরা জানতে পারবেন এই 'ডিজিটাল নেভিগেশনে'র মাধ্যমে।

ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা প্রাঙ্গণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও এলাকা পরিদর্শন করেছেন। প্রতি ৬ বছর অন্তর কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। ২০১৯ সালে ছিল অর্ধকুম্ভ মেলা। তার আগে ২০১৩ সালে ছিল পূর্ণকুম্ভ মেলা। কুম্ভমেলার জন্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তৎপরতা এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। সর্বক্ষণ ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি প্রশান্ত কুমার সম্প্রতি জানিয়েছেন, এবারের ৪৫ দিন ব্যাপী পূর্ণকুম্ভ মেলায় প্রচুর ভিড় হবে। সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এরই পাশাপাশি সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষেও তিনি বলেন, '২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি, আমাদের সংবিধান ৭৫ বছর পূর্ণ করছে। সংবিধান আমাদের আলোর দিশারি, আমাদের পথপ্রদর্শক। এবছর সংবিধান দিবসে, ২৬ নভেম্বর ভারত তার সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর উদযাপন করছে। সংবিধানের উত্তরাধিকারের সঙ্গে দেশের নাগরিকদের সংযুক্ত করতে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট http//Constitution75.com তৈরি করা হয়েছে। আপনারা বিভিন্ন ভাষায় সংবিধান পড়তে পারবেন। এবং সংবিধান সম্পর্কিত প্রশ্নও করতে পারবেন।'

সেই সঙ্গেই এদিনের 'মন কি বাত'-এ ক্যানসার চিকিৎসার 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা'র অবদান নিয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির কথায়, দক্যানসারের চিকিৎসায় 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা'র বড় অবদান রয়েছে। বিশ্বখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেটের গবেষণা সত্যিই খুব আশাব্যঞ্জক। আর এই জার্নালের দাবি, এখন ভারতে সময়মতো ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সময়মতো চিকিৎসার অর্থ হল একজন ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা ৩০ দিনের মধ্যে শুরু করা। এবং 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা'র এতে বড় ভূমিকা রয়েছে।' সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার মতো অসুখের প্রকোপ যে দেশে কমেছে সেই দাবিও করেন মোদি। তিনি বলেছেন, 'ম্যালেরিয়া ছিল দেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। হুর মতে, দেশে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে।'

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

অন্যান্য বোর্ড থেকে পড়ুয়া ভর্তির হিড়িক পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বদলে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমিস্টার সিস্টেম। আর এই নয়া সিস্টেমে পড়ার জন্যই সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ড থেকে অতিরিক্ত ১৯ হাজার পড়ুয়া এসে ভর্তি হল পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডে। দেখা গেছে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫২ জন পরীক্ষার্থী। তাঁর থেকে ১৯ হাজার বেশি পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে একাদশ শ্রেণিতে। এরা সকলেই অন্য বোর্ড থেকে আসা। এমনটাই জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। মূলত বেসরকারি স্কুলগুলোতে যেভাবে দিনের পর দিন খরচের পরিমাণ বাড়ছে সেটাও একটা বোর্ড পরিবর্তন করার অন্যতম মূল কারণ। পাশাপাশি, খরচ বাড়লেও সেভাবে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না স্কুলগুলিতে। অপরদিকে, সরকারি স্কুলে স্বল্প খরচে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিষয়টিও পড়ুয়াদের টানার পেছনে অনেকাংশে দায়ী। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার যে সকল প্রকল্প এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এসেছে তাতেও বেসরকারি স্কুলগুলো থেকে সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে চাইছে পড়ুয়ারা। এই প্রসঙ্গে সংসদ-সভাপতি বলেন, সর্বভারতীয় স্তরের সঙ্গে মিল রেখেই সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যারা স্কুল স্তরে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করেছে। এই নয়া ব্যবস্থাতে আকর্ষিত হয়েই পড়ুয়ারা ভর্তি হচ্ছে। সংসদ সূত্রে খবর সবথেকে বেশি অন্য বোর্ড থেকে পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে কলকাতার স্কুলগুলিতে। তবে পিছিয়ে নেই জেলাগুলিও। সেখানেও অন্য বোর্ড থেকে ভর্তি হওয়ার পরিসংখ্যানটা অনেকটাই বেশি। এ প্রসঙ্গে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, সরকারি স্কুলে যেভাবে সিলেবাস পরিবর্তন করে পঠন পাঠনের ধরন বদল করা হয়েছে তাতে পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পড়ুয়াদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ৮০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে দু'বছরেরও কম সময়ে ৮০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ শীঘ্রই হাজার কোটি টাকার স্পর্শ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্পের সমাধানে শিবিরে দেড় লক্ষ মানুষ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। ৪০ হাজার আবেদন ইতিমধ্যে জমা পড়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আবেদনগুলি যাচাইয়ের কাজও শুরু করে দিয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ঋণ প্রদান সম্পন্ন করার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এক মাস ধরে বাংলার ব্লকে ব্লকে চলা শিল্পের সমাধানে শিবির ২৮ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, আরও দেড় লক্ষ তরুণ-তরুণী ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের আওতাধীন এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে আগ্রহ দেখিয়েছেন শিবিরগুলোতে। প্রশাসনের আশা, জানুয়ারির মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণের অঙ্ক এক হাজার কোটির গণ্ডি ছাড়াবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সীরা সহজ শর্তে ভর্তুকিযুক্ত ও জামানতমুক্ত ঋণ পান ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডে ঋণের ঊর্ধ্বসীমা পাঁচ লক্ষ।

আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার এই প্রকল্প ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে। কোনও রাজ্য সরকারের চালু করা এ ধরনের প্রকল্প এত কম সময়ের মধ্যে হাজার কোটির ক্লাবে ঢোকার রেকর্ড নেই বললেই চলে। তামিলনাড়ু সরকার যুবক-যুবতীদের ব্যবসা করার জন্য উৎসাহ দিতে গত কয়েক বছর ধরে নিউ এন্টারপ্রেনর কাম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট স্কিম-সহ মোট পাঁচটি প্রকল্প চালু করেছে। পাঁচ প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ২, ৯৯৪ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। ওড়িশা সরকার চলতি বছরের গোড়ায় চালু করেছে স্বতন্ত্র যুবা উদ্যমী প্রকল্প। সে রাজ্যে পালাবদলের পর ওই প্রকল্প পথ হারিয়েছে। কেন্দ্রের এবং কয়েকটি 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প রয়েছে। কোনও জামানত ছাড়াই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ পাওয়া যায়। কোনও অপ্রাসঙ্গিক শর্তও নেই। সেই কারণেই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

আজ সন্দেশখালিতে মমতা, প্রশাসনিক বৈঠকের প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

সহ মোট ১৩৪ জন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সীমান্ত মহকুমা বসিরহাট।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বসিরহাটের সন্দেশখালিকে চক্রান্ত করে বারবার উত্তপ্ত করার ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছিল বিরোধীরা। তার মধ্যে বিজেপিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। মিথ্যা অভিযোগ করে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিল বিজেপিরা। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে সাংসদ শূন্য বসিরহাট সাংসদিয় এলাকা। এবার সেই সন্দেশখালিতে যাচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি সেখানে গিয়ে কি বার্তাদেন, বসিরহাটের মানুষকে কী উপহার দেন সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

শীতের দিনে পথশিশু ও বস্তির কচিকাঁচাদের আমোদ-প্রমোদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনের কাছে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া রেল রেস্তোরাঁর বাগানে, ম্যাজিক প্রদর্শন ও ডিজে সহযোগে নাচে-গানে রাতের আনন্দ উপভোগ করল গরিব পথশিশু এবং বস্তিবাসীর ছেলেমেয়েরা। হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী পথ শিশুদের কাছে এই আনন্দ স্বপ্নের চেয়ে কম নয়। রবিবারের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী শিল্পপতি শচীন জি মিত্তল এবং নেহা জি নভ্যা। স্বপ্নের মতো আনন্দকে মাটিতে নিয়ে এসে উদ্যোক্তারা আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। একই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের মহিলা অফিসার কাকলি ঘোষ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এন্ট্রি অফিসার সুশীল কুমার, সমাজকর্মী জিতেন্দ্র গুপ্ত, কিষাণ ভোজক, রাজেশ সিং বাটার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রবিকান্ত পাণ্ডে।

হাওড়া সদর বিজেপির তরফে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া সদর বিজেপি, রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায়ের নেতৃত্বে, উত্তর হাওড়ার জৈন অডিটোরিয়ামে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হল রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের। জেলা বিজেপি সভাপতি রমা প্রসাদ ভটাচার্য, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শ্যামল হাটি, অম্বুজ শর্মা অটলজির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। সম্প্রতি যারা মারা গিয়েছিল তাদের ছবিতে মালা অর্পণ করেন কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর এবং প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিত। কাউন্সিলর বিজয় ওঝা, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর গীতা রাই, মহিলা মোর্চার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, রাজ্য বিজেপি মিডিয়া ইনচার্জ কান্তি ঘোষ, চন্দ্রশেখর বাসোতিয়া, ইরশাদ আহমেদ, কমলেশ সিং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। রক্ত সংগ্রহে অংশ নেন কলকাতার ভারুকা। ব্লাড ব্যাঙ্ক ও লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্কে মোট ১৬৮ জন রক্তদান করেছেন। ডি ইউরো হেলথ কেয়ার এবং ফোর্টিস হাসপাতাল আয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে শতাধিক মানুষের রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, এলএফটি পরীক্ষা করা হয়। হাওড়ার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পবন আগরওয়াল, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আনন্দ পান্ডে, রবীন্দ্র সিং শত শত মানুষের নাভির চিকিৎসা করেছেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র জৈন, তদকনাথ সাও, জেলা বিজেপি সম্পাদক ওম প্রকাশ সিং, রবি সাও, রাজেশ রাই, বিশাল জয়সওয়াল, বিনোদ জয়সওয়াল, অবিনাশ প্রতাপ সিং, হরিনারায়ণ চৌধুরী, বিজয় তিওয়ারি, জেলা বিজেপি সম্পাদক প্রমোদ সিং, দেবেন্দ্র দাস, সহ-সভাপতি প্রমুখ। শিক্ষক সেল থেকে সুভাষ ঝা, পিকলু দাস জিতেন্দ্র সিং, উমেশ সিং সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

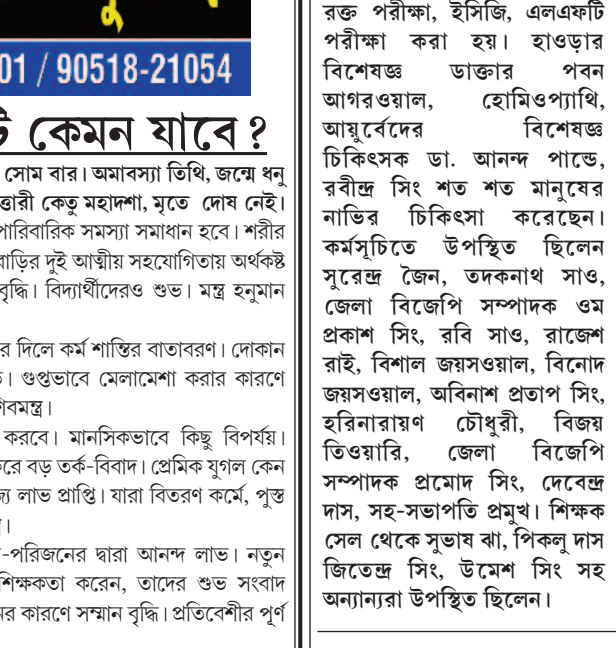

মানিকতলা সংবাদপএ বিক্রেতা সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতা, মানিকতলা পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপএ বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে বিশ্ব ও মানবতার স্বার্থে রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন সংবাদপএের প্রতিনিধি, শুভানুধ্যায়ী, সংবাদপএ বিক্রেতা সকল বন্ধু তাঁদের পরিবার উপস্থিত ছিলেন। সমাজের বিশিষ্টব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে

অনুষ্ঠান। মানিকতলা বাজার সংলগ্ন চৌরাস্তার সংযোগস্থলে রক্তদান করেন মোট মহিলা ও পুরুষ নিয়ে ১১৫ জন। অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক ছিলেন গৃহশিক্ষক শ্যামল কুমার বসাক, সভাপতি রাজ কুমার সিং। রক্তদান উৎসব কমিটির পক্ষে ছিলেন তপন প্রামানিক, সমাজসেবি বিশ্বোনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রসান্তো প্রামানিক, রাম দত্তো, সমির মুখোপাধ্যায়, বিস্টু দত্ত, রাজু কুণ্ডু, সনজই সিং, বিভাস ঘোষ, রাজু কুণ্ডু, বিমান ঘোষ।

'অন্দরের ঘর, বাইরের ঘর' পুস্তক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমাদের মনের এমন অনেক কিছু বিষয় রয়েছে যেটা অনেকের কাছেই অজানা, রহস্যময় এবং তা নিয়েও অনেকের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারনাও। মনের সেই অজানা অনুভূতির খোঁজ বা সুলুক সন্ধান দিতে 'অন্দরের ঘর, বাইরের ঘর' নামে পুস্তক রচনা করেছেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবাঞ্জন পান। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, স্নায়ুবিজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এক মেলবন্ধন লেখাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে। মনকে বোঝার, জানার বা তার হদিশ পাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ডা. পান খুব সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকাশক ভাষা সংসদ ও মাইন্ড সেটের উদ্যোগে বিধাননগর ঐকতান অডিটোরিয়ামে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ও প্রচেত গুপ্ত এবং ডা. নির্মল কুমার ইন্দ্র। তাঁরা জানান, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মনের সমস্যা দেখা বা বোঝার এক অমূল্য সংকলন এই বইটি। লেখক ডা. দেবাঞ্জন পান বলেন, মনকে আমরা একটা

বায়বীয় বস্তু হিসাবে ভাবি। কিন্তু মনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে, সেখানে মস্তিস্ক ও ব্রেনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রকাশক সাহিত্যিক বিতস্তা ঘোষাল বলেন, পাণ্ডুলিপি হিসেবে লেখাগুলো যখন পড়েন তখন মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের তিনি উত্তর খুঁজে পান এবং সিদ্ধান্ত নেন বইটি তিনি করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ভাষা সংসদের সহ-সম্পাদক বিবেক চট্টপাধ্যায়, মৌসুমি দে, মাইন্ডসেটের সি ই ও শ্রেয়সী চ্যাটার্জি, ড. প্রিয়াঙ্কা পল-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রানী ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও লেখক দেবাঞ্জন পানের কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দেয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন অদিতি চক্রবর্তী।

পুকুরে বস্তাবন্দি মানুষের দেহাংশ উদ্ধার বারাসতে

প্রথম পাতার পর

বহিরাগত মানুষের।

প্রসঙ্গত, গত ৩-৪ দিন ধরেই পুকুরের মধ্যে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছিল কিছু প্লাস্টিকের বস্তা। এলাকার মানুষ ভেবেছিলেন, পুকুরে মাছের খাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সেই প্লাস্টিক থেকেই বিকট দুর্গন্ধ বেরতে থাকায় সন্দেশ হয় এলাকার যুবকদের। খবর দেওয়া হয় বারাসত থানার পুলিশকে। খবর পেয়েই শনিবার রাত একটা নাগাদ পুকুর থেকে বারাসত থানার পুলিশ দেহের কাঁটা অংশ প্লাস্টিক বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও বিকট গন্ধ এলাকা ছাড়ছিল না।

ফের রবিবার সকালে আরও তিনটি একইরকমের বস্তা ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। যার মধ্যেও ছিলো মানবদেহের অংশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারাসত থানার পুলিশ। বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া জানান, কয়েকটি প্যাকেটের মধ্যে পুরুষ মানুষের দেহাংশ পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে দেহাংশগুলি কোনও একই মানুষের কিনা। এদিন বিকেল পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে ডিসেম্বর। ১৪ ই পৌষ। সোম বার। অমাবস্যা তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ বকুল অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত। শুভ কর্ম দীক্ষা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পরিত্যক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য উদ্যত রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অর্থনীতিকে সচল করতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যে যত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং রয়েছে সেগুলো এখন শুধুমাত্র শিল্পের কাজেই ব্যবহার করা যায়। আইনি নিষেধাজ্ঞার কারণে সেখানে অন্য কোনও বাণিজ্যিক কাজকর্ম করা যায় না। ফলে কোনও কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িটি পড়ে থেকে থেকে হানাবাড়ির চেহারা নেয়। সারা রাজ্যে এরকম কয়েক লক্ষ সরকারিভাবে চিহ্নিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং রয়েছে যেগুলো মানুষের কোনও কাজেই আসছে না। সেই সব কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি যাতে অন্য কোনও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায় তার জন্য খুব শীঘ্রই আইনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

পুর ও নগরোন্নয়ণ দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা জানান, কলকাতার মতো শহরে এক সময়ে ছোটবড় অনেক কল,কারখানা ছিল। তার মধ্যে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।কোনওটা আবার টিমটিম করে চলছে। বেহালা, টালিগঞ্জ, কসবা, মানিকতলা, কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে এই রকম অনেক বন্ধ কারখানা দেখতে পাওয়া যায়। আগে একটা কারখানা চালাতে যতটা জায়গা লাগত, আধুনিক যন্ত্রপাতি এসে যাওয়ায় এখন আর ততটা লাগছে না। সেখানে অনেক জায়গা পড়ে আছে যা অন্য ব্যবসায়িক কাজে লাগানো যেতে পারে। পাশাপাশি, যে কারখানা বন্ধ হতে গেছে সেই জায়গাকেও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে চালু হল জন-অভিযোগ হেল্পলাইন

দেবাশিস দে

আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। এই আবহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে এই আবাস যোজনা প্রকল্প রূপায়িত হবে। এছাড়া এই প্রকল্পে যে কোনও আর্থিক দুর্নীতিকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।' সেই কারণেই রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলিকে বাদ রেখে সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধানের পর এই প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করেন। তদানুসারে ইতিমধ্যেই যারা এই প্রকল্পের উপভোক্তা বলে অনুমোদন পেয়েছেন তাদের মোবাইলে মেসেজও পাঠানো হয়েছে বলে পঞ্চায়েত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে আরও জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্প রূপায়ণে কোনরকম ঢিলেঢালা মনোভাব একেবারেই বরদাস্ত করবেন না। সেই কারণেই রাজ্য সরকার উপভোক্তাদের পাশে সরাসরি দাঁড়ানোর জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে উপভোক্তারা পঞ্চায়েত দপ্তর অথবা রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রকল্প রূপায়ণে কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই হেল্পলাইন দুটি চালু হবে। পঞ্চায়েত দপ্তরের হেল্প লাইনটি হল ১৮০০ ৮৮৯ ৯৪৫১ এবং এমার্জেন্সি হেল্পলাইন নং ১১২। এছাড়া 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' যে নম্বর চালু আছে সেই নম্বরেও ফোন করে সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা যাবে। সেই নম্বর হ'ল ৯১৩৭০৯১৩৭০। রাজ্য সরকার এই নম্বরগুলো থেকে পাওয়া অভিযোগগুলো যথাশীঘ্রই সম্ভব নিষ্পত্তি করা যায় তার যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই সর্বস্তরে এই মর্মে সতর্ক বার্তা জারি করে জানানো হয়েছে, উপভোক্তাদের কাছ থেকে এই প্রকল্পের জন্য কেউ যদি কোনও অর্থ দাবি করেন তাহলে জেলা

প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া উপভোক্তারা এই নম্বরে ফোন করে বাড়ি তৈরি সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোন সমস্যা তৈরি হলে সে বিষয়েও অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা রাজ্যের অর্থভাণ্ডার থেকে বরাদ্দ করেছেন। এই পর্যায়ে মোট ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা তাদের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আরো ১৬ লক্ষ পরিবারকে আগামী এক বছরের মধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আওতায় আনা হবে। এই অর্থ পেতে কোনও অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ ওই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরে ১২টি ফোন নিয়ে পাকাপাকিভাবে জন-অভিযোগ বিভাগ বা সেল খোলা হয়েছে। ধাপে ধাপে এই ফোনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ টি করা হবে। এছাড়া লিখিত ও ভয়েস রেকর্ডিং অভিযোগ দায়ের জন্য একটি আলাদা পোর্টাল ও অ্যাপস্ চালু করা হয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে। এই পোর্টাল ও অ্যাপসের মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগগুলিও তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা পঞ্চায়েত দপ্তরের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৪ পৌষ, সোমবার

হাসিনা বাংলাদেশের দায়িত্ব নেবেন বৈধভাবেই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে এখনও ভারত বিদ্বেষ জারি আছে পুরোদমেই। তবে পাল্টা এপারের বিজেপি নেতারাও ছেড়ে কথা বলছেন না। এরইমধ্যে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সাফ বললেন, 'বৈধ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বৈধভাবেই বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান, সকলের অধিকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে রাস্তা দেখিয়েছিলেন সেই রাস্তাতেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এগোবে।' পাশাপাশি এদিন এও বলেন, 'পাসপোর্ট জালিয়াতির কিংপিন কি গ্রেপ্তার? পাসপোর্ট জালিয়াতির অন্যতম মাথা মনোজ গুপ্ত গ্রেপ্তারের ঘটনা প্রসঙ্গে ফেক পাসপোর্ট ইস্যুতে ফের তৃণমূলকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। সঙ্গে এও

বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘতম সীমান্ত। রাজ্য পুলিশের এসটিএফের তথ্যের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার কাশ্মীরের জঙ্গি। প্রতিবেশি দেশের অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এরাজ্যে সমস্যা তৈরি হতে দেব না। যারা সমস্যা তৈরির চেষ্টা করবে, তাদেরই গ্রেপ্তার করা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক কিছুই ছড়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের শান্ত থাকতে হবে। সাধারণ মানুষ যদি কোনও তথ্য পান, আমাদের দিন। রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এর পাশাপাশি অন্যদিকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশও করতে শোনা যায় বিরোধী দলনেতাকে। কটাক্ষের সুরে বলেন, 'একাত্তরে যাঁরা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছিল, যাঁদের জন্য ৩০ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়েছে, যাঁদের জন্য কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দিয়েছিল, সেই লোকেরা ছাত্র আন্দোলনের নামে পিছনের দরজা দিয়ে অবৈধভাবে দেশ চালাচ্ছে। এটা জঙ্গিবাদ, মৌলবাদের একটা প্রয়াস মাত্র।'

মনমোহনের প্রয়াণে ক্রীড়া ও চলচ্চিত্র জগতকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শনিবার। সমস্ত কিছু মিটে যাওয়ার পর দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মত্যুতে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একইসঙ্গে ক্রীড়া ও চলচ্চিত্র জগতের ওপর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় তৃণমূল সাংসদকে। এক্স হ্যান্ডেলে রবিবার প্রথমে মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দেশবাসীকে নতুন বছরে নতুন কিছু ভাবার বার্তাও দিয়ে দেখা যায়।

রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, 'ভারত তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ডঃ মনমোহন সিংহকে হারাল। যাঁর অসীম জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ নেতৃত্ব জাতির অর্থনীতি পুনর্গঠিত করেছে।

১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকার হিসেবে তাঁর অবদান অপরিসীম, যা ভারতের বিকাশ ও বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জনের পথ সুগম করেছে।' এরপরই তিনি জানান, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। তবে, খেলা ও সিনেমা জগতের 'রোল মডেল'-রা যেভাবে এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করলেন, তা দুঃখজনক। ডঃ সিংয়ের প্রয়াণে এই সব মানুষজনের নীরবতা, তাঁদের অগ্রাধিকার, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বর্তমানে জাতীয় স্তরের নানা ইস্যুতে এই সব 'আইকন'-দের চুপ থাকা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। আর সেই থেকেই এক্ষেত্রেও সরকারের ভয়েই নীরবতা, তা বোঝা যাচ্ছে।'

শুধু মনমোহনের মৃত্যুতে নয়, তৃণমূল নেতার অভিযোগ এই সব মানুষ দেশের অন্যান্য ইস্যুতেও উদাসীন। যেমন, কৃষক আন্দোলন, সিএএ-এনআরসি নিয়ে প্রতিবাদ এবং মণিপুরের বর্তমান সংকটেও এসব ব্যক্তিত্ব চুপ থেকেছেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর সামনে তাঁদের নীরবতা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি এক বিমুখতাকে তুলে ধরে। তাঁরা জনগণের জন্যই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। কিন্তু যখন তাঁদের দেশের পাশে দাঁড়ানোর দরকার, অবস্থার স্পষ্ট করা দরকার তখন তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

একইসঙ্গে দেশবাসীর জন্য তাঁর বার্তা, 'আমরা নতুন বছরে পা রাখতে চলেছি, কাদের রোল মডেল মনে করব, সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। যারা সাহসিকতা দেখানো ও দায়িত্ব পালন করার বদলে নিজেদের কেরিয়ার ও স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দেয়, তাদের বড় করে দেখানো বন্ধ করা দরকার এবার। যারা সত্যিই দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করেন, দেশপ্রেমীরা, সেনারা তাঁদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষজন, চেয়েও পড়াশোনা করতে না পারা বাচ্চা, খেতে না পাওয়া পরিবারকে আসুন সাহায্য করি।'

তাঁর ট্যুইটের শেষে অভিষেক লেখেন, '১৪০ কোটি ভারতীয়র মিলিত শক্তি অসীম। যারা নিজেদের আইকন হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সময় এসেছে, তাঁদের কাছে সৎ ও দায়িত্বশীল হওয়ার দাবি জানানোর। যারা দেশের জন্য কাজ করেন, সত্যের পাশে দাঁড়ান ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে লড়ে যান প্রতিনিয়ত, নতুন বছরে আসুন তাঁদের পাশে দাঁড়াই।'

অভিষেকের হাতেই ডায়মন্ড হারবারে শুরু হচ্ছে 'সেবাশ্রয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় শুরু হতে চলেছে 'সেবাশ্রয়'। নতুন বছরে স্থানীয় সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত পরিকল্পনা এবার বাস্তবায়নের পথে। সূত্রে খবর, ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির। অভিষেকের সংসদীয় ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা দেওয়ার জন্য হাজির থাকবেন চিকিৎসকরা।

সঙ্গে এও জানা গেছে, ২ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবারের এসডিও মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষেবা কর্মসূচির সূচনা হবে স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই। প্রথম পর্বের কর্মসূচি চলবে ২ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত নভেম্বর মাসে আমতলায় অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' নামে একটি বৈঠক করেন অভিষেক। সেই সভা থেকেই নিজের সংসদীয় এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা জন্য কর্মসূচির ঘোষণা করেন তিনি। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'সেবাশ্রয়'।

এই পরিষেবার মাধ্যমে ডায়মন্ডহারবারের সাত বিধানসভায় হবে স্বাস্থ্য শিবির। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন করে শিবির করার পরিকল্পনা হয়েছে। দশ দিনের মধ্যে সাতদিন শিবির পরিচালনায় থাকবেন জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসকেরা। একেক দিন বিধানসভাভিত্তিক ৪০টি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরের তিনদিন সুপার স্পেশ্যালিটি বিভাগের চিকিৎসকেরা থাকবেন। 'চলমান-হাসপাতাল'-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি পোর্টেবল ইসিজিও করা যাবে শিবিরে। রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার সঙ্গে ডেঙ্গি পরীক্ষারও সুবিধা মিলবে।

আর রোগ ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা নির্ণয়ও করা হবে। শুধু বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষাই নয়। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হবে শিবির থেকেই। তার জন্য অ্যাপ ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর মিলবে রিয়েল টাইম আপডেট। তার জন্য জরুরি হেল্প ডেস্কও থাকবে। এই কর্মসূচি চলবে ৭৫ দিন ধরে। যার জন্য আটশোরও বেশি চিকিৎসক যোগ দেবেন শিবিরে। প্রতি শিবিরে অন্তত দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবেন। সঙ্কটজনক রোগীদের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে রেফারেল সিস্টেমে ১২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে।

মদ কেনার টাকা না মেলায় 'মারধর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মদ কেনার টাকা চেয়ে না পাওয়ায় পাড়ার যুবকদের ওপর হামলার অভিযোগ প্রাক্তন কাউন্সিলরের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত দু'জনই নাগেরবাজারের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

সূত্রে খবর, শনিবার দমদমের মধুগড়ে স্থানীয় দুই যুবক শ্রীতম চট্টোপাধ্যায় ও সানি সিং অফিস থেকে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়েন। আগ্নেয়াস্ত্র, রড, হকি স্টিক দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্তদের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রবীর পালের অনুগামীরা শ্রীতম ও সানির কাছে মদ্যপানের জন্য টাকা দাবি করেন। শ্রীতম ও সানি টাকা দিতে অস্বীকার করলে, তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে, বাপ্পা, গোপাল ঘোষ, উত্তম ঘোষ, রভি সরদার-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রিভলবারের বাট দিয়ে মেরে সানি সিংয়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টির তীব্র নিন্দা করেছেন ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর তন্দ্রা সরকার। তিনি বলেন, 'ওই অঞ্চলে একদল দুষ্কৃতী এই ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। প্রাক্তন কাউন্সিলরের মদতে এইসব হচ্ছে।' স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনায় শ্রীতমের বাবা নাগেরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বঙ্গ রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেসের দূরত্ব নিয়ে তৈরি হল ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের দূরত্ব বাড়ছে কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। কারণ, সিপিএম পার্টির মুখ পত্রে একই বন্ধনীতে ফেলা হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপিকে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএম সরব হবে এটা স্বাভাবিক। তবে শনিবার পার্টির মুখ পত্রে নজরে আসে 'প্রকাশ্য সমাবেশে স্মরণ ৫২ শহিদ'-কে শীর্ষক খবরে তৃণমূল ও বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসি গুন্ডাদের কথাও লেখা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, '১৯৫৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত লড়াই সংগ্রামে কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপির গুন্ডাদের হাতে যে সব কমরেড শহিদদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাঁদের পরিবারের অনেকেই এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন।'

এখানেই সমস্যার শুরু। কারণ, বঙ্গ রাজনীতিতে ২০১৬ থেকে এরাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে

লড়ছে সিপিএম তথা বাম। অধীর চৌধুরি প্রদেশ সভাপতি থাকাকালীন সিপিএম-কং জোট চলছিল। গত ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট হয়নি সিপিএমের। এদিকে নির্বাচনী যুদ্ধেও সিপিএম ও কংগ্রেসের এই জোট বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। জোটের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা খুঁজতে সাহায্য নিতে হচ্ছে আতস কাঁচের। বর্তমানে প্রদেশ সভাপতির পদে এখন শুভঙ্কর সরকার। উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ায় দূরত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তবে শনিবারে প্রকাশিত এই লেখা জল্পনাকে আরও বহুগুণ যে বাড়িয়ে দিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

২০২৬ সালের আগেই তৃণমূল সরকারের পতন হবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: '২০২৬ সালের আগেই তৃণমূল সরকার চলে যাবে।' রবিবার কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে দলের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই গোটা দেশ জুড়ে দলের ১৩ কোটি মেম্বারশিপ হয়েছে। তাঁর কথায়, মানুষ এগিয়ে এসে বিজেপির সদস্য হচ্ছেন। বিজেপির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ অনেক বেড়েছে। সদস্যতা

অভিযান কর্মসূচিতে বেরিয়ে এদিন কামারহাটির প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বর্তমান তৃণমূল নেতা প্রদীপ পালিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের।

প্রাক্তন বিধায়ককে সদস্য হওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সুদীপ্ত রায় বলেন, তাঁরা সকলকেই দলের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ পালিতকেও সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

ক্লাব দখলকে ঘিরে সংঘর্ষে জখম একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্লাবের দখলকে ঘিরে রবিবার তপ্ত হয়ে ওঠে খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রিয়নগর এলাকা। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম একাধিক। খড়দা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন কমিটি গড়ার জন্য এদিন ক্লাব প্রাঙ্গনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অভিযোগ, আলোচনা চলাকালীন দু'পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক থেকে হঠাৎ তুমুল মারপিট বেধে যায়। ক্লাবের বর্তমান কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহার অভিযোগ, পূর্বতন সম্পাদক অঞ্জন সরকার পিছন দিক থেকে এসে 'মেমোরেন্ডাম' চুরি

করার চেষ্টা করেছিলেন। চুরি করতে ঢুকেছেন, এটা বলতেই উনি তাঁর গলা টিপে ধরেন। সম্পাদককে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ। এরপরই দু'পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। মারপিট ঠেকাতে ক্লাবে ছুটে আসেন পরিবারের মহিলারাও। যদিও পূর্বতন কমিটির পাল্টা দাবি, পুকুর ভরাট করে বিক্রি করার লক্ষেই বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন।

বর্ষবরণে শীতের আমেজ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষশেষে শীত ফেরার সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হালকা হলেও শীত ফিরতে চলেছে বাংলায়। পশ্চিমাঞ্চলের পারদ ১০ ডিগ্রির আশপাশে নামবে বলে জানিয়েছে আলিপুর। কলকাতার পারদ নামতে পারে ১৪-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রবিবার সকালেও কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

বিগত কয়েকদিন ধরেই দাপট চলছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় আটকে উত্তুরে হাওয়া। আর সেই কারণেই বছর শেষে উধাও হয়েছে শীত। তবে বর্ষবরণে উত্তরবঙ্গে দেখা যাবে ঘন কুয়াশার দাপট। সোমবার থেকেই

দৃশ্যমানতা নামবে ২০০ মিটারের নিচে, এমনটাও জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও আকাশ মেঘলা। তবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন, সরে যাচ্ছে ঝঞ্ঝা। সে কারণেই মঙ্গলবার থেকে ফিরবে ঠাণ্ডা।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবিবার কলকাতায় ছিল আংশিক মেঘলা আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু বেড়েছে। সকাল আর সন্ধেয় ঠাণ্ডার আমেজ থাকলেও কার্যত শীত উধাও। শনিবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৪ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৬ ডিগ্রি থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

নববর্ষে বেসরকারি বাস পরিবহণে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বঙ্গবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

একেবারে শেষলগ্নে ২০২৪। কলকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসী প্রস্তুত ২০২৫-কে স্বাগত জানাতে। তবে নতুন বর্ষে মোটেই ভাল বার্তা মিলল না বেসরকারি বাস পরিবহণ মালিকদের তরফ থেকে। তাঁরা একটা কথাই জানাচ্ছেন, এই মুহূর্তে বেসরকারি বাসের যে অবস্থা বঙ্গে, তাতে হয়তো নববর্ষের প্রথম ভাগেই মুখ থুবড়ে পড়বে এই পরিষেবা। কারণ, হিসেবে সামনে আনা হয়েছে টোল ট্যাক্স ইস্যু। হঠাৎ এই ইস্যু শুনলে মনে হতেই পারে, টোল ট্যাক্স নিয়ে বেসরকারি বাস মামিলদের সমস্যা থাকবে কেন? কারণ, সড়ক পথে কোনও যান চললে টোল-ট্যাক্স দিতে হবে এটাই তো দস্তুর। এই প্রসঙ্গে অবশ্য জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য দিলেন সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবগত নই। তপনবাবু জানান, এনএইচএ-র নিয়ম বলছে, টোল প্লাজা যেমন থাকবে ঠিক তেমনই তার পাশাপাশি থাকার কথা সার্ভিস রোডেরও। বাহনের চালক বা মালিক ঠিক করবেন তিনি টোল প্লাজা দিয়ে যাবেন, না সার্ভিস রোড দিয়ে। আর এই সার্ভিস রোড দিয়ে গেলে কোনও টোল দিতে হয় না গাড়ির মালিকের। এই প্রসঙ্গে তিনি এটাও জানান, বাংলায় এখনও পর্যন্ত ৫২টি টোল প্লাজা রয়েছে। তবে এই সব টোল প্লাজার পাশ দিয়ে কোনও সার্ভিস রোডের ব্যবস্থা রাখেনি কেন্দ্র বা রাজ্য। ফলে বেসরকারি বাহনের মালিকরা বাধ্য হচ্ছেন টোল ট্যাক্স দিতে।

এই প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কতই বা টাকা টোল ট্যাক্স দিতে হয় এই সব বেসরকারি বাস মালিকদের? তপনবাবু এই প্রসঙ্গে যে অঙ্কটা জানালেন তা খুব একটা কম নয়। ১৩০০ থেকে ২১০০ টাকা। এই বিপুল অঙ্কের টাকা গুণতে হয় প্রতিদিন। অর্থাৎ, মাসে টোল ট্যাক্স হিসেবে খরচ মোটামুটি ২০ থেকে ২৬ হাজারেরও একটু বেশি। আর এই প্রসঙ্গেই বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনের প্রশ্ন, কত টাকা একটা বাসের আয় হতে পারে যে, মাসে এই বিপুল পরিমাণ অঙ্ক নিজেদের গ্যাঁট থেকে দেওয়া সম্ভব? এরই রেশ ধরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সামনে এসেছে ভাড়া বৃদ্ধি থেকে শুরু করে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গও। তথ্য

বলছে, সরকারি ঘোষণার জেরে বেসরকারি বাসে শেষ ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে ২০১৮ সালে। এরপর ভাড়া বৃদ্ধির কোনও উল্লেখই নেই সরকারের তরফ থেকে। এদিকে প্রতিদিন শেয়ার বাজারের মতো বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। এই 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' হয়ে চেপে বসেছে টোল ট্যাক্স সমস্যা। সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেন যে, এই টোল ট্যাক্সের টাকা কোনও ভাবেই যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় না। ধার্য ভাড়াই নেওয়া হয় আমজনতার কাছ থেকে। আর সেই কারণেই এই টোল ট্যাক্সে সমস্যার সমাধান না হলে বাস পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে বেসরকারি বাস মালিকদের।

বেসরকারি বাস পরিষেবা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লে ঠিক কতটা ক্ষতি বঙ্গবাসীর তা নিয়েও রয়েছে ধন্দ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বেসরকারি বাস পরিষেবায় কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি হলে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে গ্রামাঞ্চলে। কারণ, বাসের সংখ্যা কমলে কলকাতা বা হাওড়ার মতো শহরে যাঁরা থাকেন তাঁদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। কারণ, বড় শহরে বেসরকারি বাসের অপূর্ণতা সামাল দেওয়ার জন্য থাকে অটো, টোটো, ট্যাক্সি, ক্যাব, সরকারি পরিবহণের মতো আরও অনেক কিছুই। সর্বোপরি কলকাতার বুকে রয়েছে মেট্রো এবং চক্ররেল পরিষেবা। কিন্তু গ্রামে যাঁরা থাকেন তাঁদের কোনও ধারণাই নেই এই মেট্রো বা চক্ররেল পরিষেবা সম্পর্কে। নেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় টোটো বা অটোও। ফলে বাসের সংখ্যা কমলে সমস্যার মুখে পড়বেন গ্রামাঞ্চলের মানুষেরাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, রেলপথে মানুষ শিয়ালদা, হাওড়া বা কলকাতা স্টেশনে এসে পৌঁছালেও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে ভরসা করতে হয় এই বেসরকারি বাসকেই।

এদিকে এই টোল প্লাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে এনএইচএ। তবে টোল ট্যাক্স কমানোর ব্যাপারে এনএইচএ এবং রাজ্য সরকার উভয়ের কাছেই আর্জি জানিয়েছেন জয়েন্ট বাস কাউন্সিলের সম্পাদক। এই আর্জিতে চিঁড়ে ভেজেনি এখনও। এখানেও একটা বড় প্রশ্ন উঠতেই পারে, টোল প্লাজা যেখানে নিয়ন্ত্রণ করে এনএইচএ, সেখানে রাজ্যে সরকারের ভূমিকা কি? এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যে কোনও রাজ্যে যে টোল আদায় হয়, তার থেকে একটা বড় ভাগও পায় রাজ্য সরকার। ফলে টোল প্লাজায় টোল দেওয়ার ক্ষেত্রে রাশ টানতে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন। আর রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার এই টোল ট্যাক্সে রাশ টানতে অক্ষম হলে বেসরকারি বাস পরিষেবা যে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে সে ব্যাপারে স্পষ্ট হুঁশিয়ারির বার্তাই শোনা গেল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়।

পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের লাইন বিভ্রান্তিকর, দাবি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও বহু বাংলাদেশি এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন এমনটাই সূত্রে খবর। এবার সেই ইস্যুতেই মুখ খুলল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। রবিবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। বিদেশ মন্ত্রকের গাইডলাইন বিভ্রান্তিকর বলেই পুলিশের দাবি। ডিজি রাজীব কুমার এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বর্তমানে পাসপোর্ট ভেরিফাই করার জন্য পুলিশ কারও বাড়িতে যেতে পারে না, কাউকে থানায় ডাকতেও পারে না। আর সেই ফাঁক গলেই জালিয়াতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এরই রেশ ধরে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজীব কুমার বলেন, 'পুলিশের দায় নেই। ঠিকানা ভেরিফাই করার পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেই

পুলিশের। পাসপোর্ট অথরিটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। আমরা বলেছি এটা পরিবর্তন করতে হবে।' এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভুয়ো নথি ব্যবহার করে যাতে কেউ পাসপোর্ট না পায়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আর রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের ট্র্যাক রেকর্ড খুব ভাল। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনও প্রভাব বাংলায় পড়তে দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্তও করেন তিনি। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। চিঠিতে সকল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। যাতে এবিষয়ে কড়া আইন বা নিয়মাবলি প্রণয়ন করা যায়।

প্রায় একই সুর শোনা গেল এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিমের গলাতেও। তিনি বলেন, 'রবিবার দুপুরে আমরা সব সিনিয়র অফিসাররা আছি মানে বুঝতেই পারছেন, আমরা কতটা সিরিয়াস। কোনও উগ্রবাদী যাতে ভারতীয় পাসপোর্ট না পায়, তার জন্য যা যা করণীয় সব করছে রাজ্য পুলিশ।' জাভেদ শামিম আরও উল্লেখ করেন, বর্ডারের কাছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে পুলিশ। সঙ্গে এও জানান, 'সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করা হচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

শিল্প স্থাপন করতে হলে সব দলকেই দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে উঠে চেষ্টা করতে হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স পারমিটের সুবিধে পেয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্নাটক বাংলাকে পিছনে ফেলে দেয়। বাংলার শিল্পে বিনিয়োগ ও নিয়োগ হ্রাস পায় যার পরিণতিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কী ভাবে বাংলাকে আবার দেশের শিল্প মানচিত্রে ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, তার কোনও দিশা তাদের কাছে ছিল না। কারণ ক্ষমতায় আসার পর তারা যে সব বিষয়ে জোর দিয়েছিল সেগুলো হল, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি। অর্থাৎ, গ্রামে ভিত পাকাপোক্ত করাই ছিল বামেদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ ছাড়া এই সময়ে তারা বেসরকারি পুঁজির তীব্র বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বামপন্থী দলগুলোর বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে টাটা বিড়লা-র 'কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান খুবই জনপ্রিয় হয়। এরই জেরে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলার বিভিন্ন কলকারখানায় এবং ধীরে ধীরে বাংলা থেকে পুঁজির নিষ্ক্রমণ ঘটে। দেশের শিল্প মানচিত্রের নীচের দিকে বাংলার স্থান হয়। ১৯৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরোধিতা করে বামপন্থীরা বাংলায় শিল্প সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে। পরবর্তী কালে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার মতো তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য টাটার হাত ধরে সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের জোর-জবরদস্তির ফলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয় যা গণ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ মাঠে মারা যায়। বর্তমান শাসক দল জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প স্থাপনের বিরোধী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উন্নত করাই বর্তমান সরকারের শিল্পোদ্যোগের মূল ভিত্তি। যদিও প্রতি বছর তারা দেশি-বিদেশি উদ্যোগপতিদের এনে শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টাকে জারি রেখেছে। এখন আর ইংরেজরা নেই, তাই আমরা ইতিহাসকে দোষ দিতে পারব না। কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাজনীতি আছে। শিল্পক্ষেত্রে বাংলার হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হলে যা প্রয়োজন তা হল; দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিল্প স্থাপনের জন্য বর্তমানে যে সুযোগগুলো রয়েছে সেগুলিকে কাজে লাগানো।

শব্দবাণ-১৪৭

		১			২	
৩						
				৪		৫
৬	৭			৮		
				৯		
	১০					

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রিয়মিলনের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ ৩. ঋতুরাজ ৪. সিংহ রাগে — ফোলায় ৬. নভোমণ্ডল ৯. মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ ১০. হাজত, ফাটক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হৃদয়, মন ২. নারায়ণ ৩. বায়ু, পবন ৫. সপ্তাহের একটি ছুটির দিন ৭. সন্তান, পুত্র ৮. পরাক্রম।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৬

পাশাপাশি: ২. অল্পবিস্তর ৫. দর্প ৬. তট ৭. ভাব ৮. সেবা ১০. দলমাদল ।

উপর-নীচ: ১. মস্ত ২. অদ্বৈতবাদ ৩. বিভু ৪. দরদালান ৯. জমা ১১. লঙ্কা।

জন্মদিন

আজকের দিন

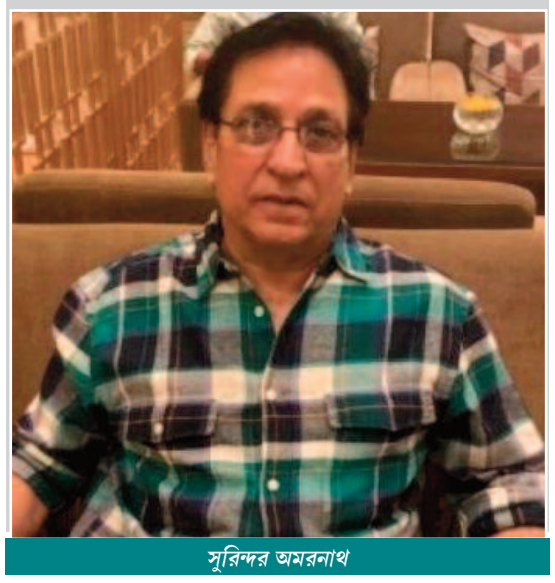

সুরিন্দর অমরনাথ

১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুরিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ তিওয়ারির জন্মদিন।

তিন মূর্তির অন্বেষণে রজনীকান্ত সেন

অশোক সেনগুপ্ত

১) 'বাবুই পাখীরে ডাকি' বলিছে চড়াই,;*
'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই?'
২) 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তু'লে নেরে ভাই;
দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।'
৩) 'তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে, মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব, পূণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।'

বঙ্গসন্তানদের যদি প্রশ্ন করা হয় অতি বিখ্যাত কবিতাগুলোর রচয়িতা কে? কোথায় লিখেছিলেন? উত্তরের খোঁজে নিঃসন্দেহে লজ্জায় পড়বেন অনেকে। সেই কান্তকবি অর্থাৎ রজনীকান্ত সেনকে (২৬ জুলাই, ১৮৬৫ - ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০) নতুন করে আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছে তিন নবীন বঙ্গসন্তান। গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে বাঙালি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন রজনীকান্ত সেন। বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদের জন্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেই সময় লিখলেন বিখ্যাত গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় '।

তিন মূর্তির প্রশ্ন, এত প্রতিভাবান একজন কবি-শিল্পীকে কেন মানুষ আরও বেশি করে জানবেন না? বই পড়ে, পুরনো তথ্যের খোঁজে ব্রতী হয়েছেন ওই তিন মূর্তি। সংগৃহিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করছেন পাঁচজনকে। তিন মূর্তির একজন বাপ্পাদিত্য চৌধুরী প্রবাল। বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার জয়চন্ডী গ্রামে। স্থানীয় সরকারী কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞান (সাম্মানিক) নিয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র।

কীভাবে তিনি কান্তকবির প্রেমে পড়লেন? ওঁর জবানীতে, 'রজনীকান্ত সেনের 'স্বাধীনতার সুখ' বলে একটি কবিতা আছে। এই কবিতা আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই হিসেবে তাঁর নাম হয়তো জানে অনেকেই। তাছাড়া তাঁর গান 'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর' কালজয়ী গান। যেগুলো লোকমুখে অনেক প্রচলিত। তাঁকে নিয়ে কয়েকটি বইও রয়েছে। তাঁর মধ্যে কান্তকবি রজনীকান্ত (নলিনীরঞ্জন পন্ডিত), রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) বই দুটিতে রজনীকান্তের জীবনী ও রচনাবলি পাওয়া যায়। এগুলো আমাকে আকর্ষিত করেছিল। এ ছাড়াও আমি কিছুদিন ধরে ইউটিউবে রজনীকান্তের গান শুনতাম। খুব মর্মস্পর্শী গান গুলো! তাঁরপর একদিন মনে হল আমরা তাঁর বিভিন্ন কাব্যকথা পেজ খুলে পোস্ট করতে পারি।'

প্রবাল তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন দুজনকে। একজন প্রমা রানী দেবনাথ। আর একজন এপার বাংলার বারাসাতের পরাগ দাস। তাঁরা আনন্দের সঙ্গে সায় দিলেন প্রবালের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে। তাদের নিয়ে খোলা হল 'কান্তকবি' নামে পেজ।

প্রবাল জানালেন, পেজের গ্রাফিক্স ম্যানেজার পরাগ দাস। পেজ কন্ট্রোলার প্রমা নাথ। কান্তকবি রজনীকান্তের অমিয় জীবন ও অমর কাব্যরচনা-গুলির প্রচার কান্তকবি পেজের উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে আগ্রহীরা জানতে পারছেন রজনীকান্তকে লেখা কবিগুরুর চিঠির কথা। এই চিঠির সাথে রজনীকান্ত তাঁর লিখিত একটি গানও পাঠান। সেটাও তৈরী করে পেজে আপলোড করা হচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যম দূরকে করে নিকট বন্ধু। পরকে করে ভাই। প্রবাল এভাবেই খোঁজ পেলেন কান্তকবির এক নাতবউ মুম্বাই প্রবাসী জয়তী সেনের। আবার কলকাতা থেকে কান্তকবির বিশদ জানার আগ্রহে খোঁজ করতে করতে এই প্রতিবেদকও অন্যভাবে খোঁজ পেলেন জয়তী সেনের। চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হল। জয়তীর সহযোগিতায় এই প্রতিবেদক দূরাভাসে পৌঁছে গেলেন প্রবালের কাছে। প্রবাল জানালেন, প্রথম এক মাসে পেজটির আগ্রহীর সংখ্যা হয়েছে ৫৬। পেজের ৯০ শতাংশ অনুসরণকারীই বাংলাদেশী।

জয়তী এই প্রতিবেদককে বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, যতটা জানি কান্তকবির জন্মস্থানে পরিবারের কেউ নেই। তাঁর ৯ সন্তানের মধ্যে দু'জন অল্পবয়সে মারা যায়। বাকিদের পরিবারের সদস্যরা পরবর্তীকালে ভারত-সহ বিদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। প্রায় সকলেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। আমি নিজেও সেভাবে কান্তকবির অতীত নিয়ে চর্চা করিনি। এখন আপনাদের আগ্রহ দেখে আমিও চর্চায় আগ্রহ বোধ করছি।

প্রবাল জানালেন, কান্তকবি রজনীকান্ত (নলিনীরঞ্জন পন্ডিত), রজনীকান্ত সেন (দেবাশীষ ভৌমিক), সাধককবি রজনীকান্ত (মোহাম্মদ জুলফিকার), কান্তকবি রজনীকান্ত (অশোককুমার রায়), দ্বিধাহীন অনুভূতির চরণ (সুধীর চক্রবর্তী), রজনীকান্ত সেন ও তাঁর গান (আসাদ চৌধুরী) ও রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়); এ সব বই পড়লে আগ্রহীরা কান্তকবির জীবন ও প্রতিভা আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন।

পেজ-এর তিন মূর্তির বাকি দুজনের সঙ্গে পরিচয় হল কী করে? প্রবাল বলেন, তপরাগ দাস থাকেন বারাসাতের রামকৃষ্ণপুরে। পড়েন গাইগাটা পলিটেকনিক্যাল কলেজে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দীক্ষিত। বারাসাতের ভাইটিও শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। সেই হিসেবে সে আমার গুরুভাই। এই সৎসঙ্গী হওয়ার মাধ্যমেই তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে ২০২২ সালে। আর প্রমা আমার বিভাগের বোন। ওঁর উপজেলা কুলাউড়া। গ্রাম-উত্তর কৌলা;

রজনীকান্ত, কিছু কথা

রজনীকান্ত সেনের জন্ম ১৮৬৫ সালের ২৬ জুলাই। প্রথমে বোয়ালিয়া জিলা স্কুলে (বর্তমান রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) পড়তেন। পরে কোচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। পরে রাজশাহী কলেজে পড়াশোনা করেন। এর পর রাজশাহীতে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। আইন পেশার পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিচরণের কারণে তার পরিচিতি বাড়ে।

রজনীকান্ত সেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত মধ্য বয়সে।

রজনীকান্ত সেনকে লেখা কবিগুরুর চিঠি।

গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি। তিনি 'কান্তকবি' নামেও পরিচিত। ভক্তিমূলক ও স্বদেশ প্রেম তাঁর গানের প্রধান উপজীব্য। ১৯১০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। তাঁর হাস্যরসপ্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। তিনি কীর্তন, বাউল ও টপ্পার যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটাতেন। উপমহাদেশে অগুনতি শ্রোতা ও লেখকের মন জয় করেন। স্বদেশি আন্দোলনে তাঁর গান অসীম প্রেরণার উৎস ছিল।

শেষ দিনগুলোয়

১৯০৯ সালে রজনীকান্ত কণ্ঠনালীর প্রদাহে সমস্যা ভোগ করতে থাকেন। আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও একই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে জোর করে*কলকাতায়*পাঠান পরিবারের সদস্যরা। একজন ব্রিটিশ ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, তাঁর ল্যারিঙ্কস্ (কণ্ঠনালি) ক্যানসার হয়েছে। এর পর তিনি কলকাতার বিভিন্ন প্রথিতযশা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। কিন্তু অবস্থার আর উন্নতি হয়নি, বরঞ্চ উত্তরোত্তর অবনতি হতে থাকে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ তারিখে ক্যাপ্টেন ডেনহ্যাম হুয়াইটের তত্ত্বাবধানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ট্রাকিওটোমি অপারেশন করান। এর জন্য তিনি কিছুটা সুস্থ হলেও চীরতরে তাঁর বাকশক্তি হারান। অপারেশন পরবর্তী জীবনের বাকী দিনগুলোয় হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ডে কাটান। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি তাঁর দৈনিক দিনলিপি বা ডায়রী লিখতেন। এছাড়াও, আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। কিন্তু একটিমাত্র অধ্যায়েই তা শেষ হয়ে যায় মৃত্যুজনিত কারণে।

কিছু কবিতাপ্রেমী ব্যক্তিত্ব এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা তাঁর দেখাশোনা ও খোঁজ-খবর নিতেন। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং শরৎ কুমার রায়*তাকে আর্থিক দিক দিয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। ১১ জুন, ১৯১০ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* রজনীকান্ত সেনকে দেখার জন্যে হাসপাতালে যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ওই সাক্ষাতের প্রতিফলন হিসেবে একটি গান লেখেন রজনীকান্ত সেন।

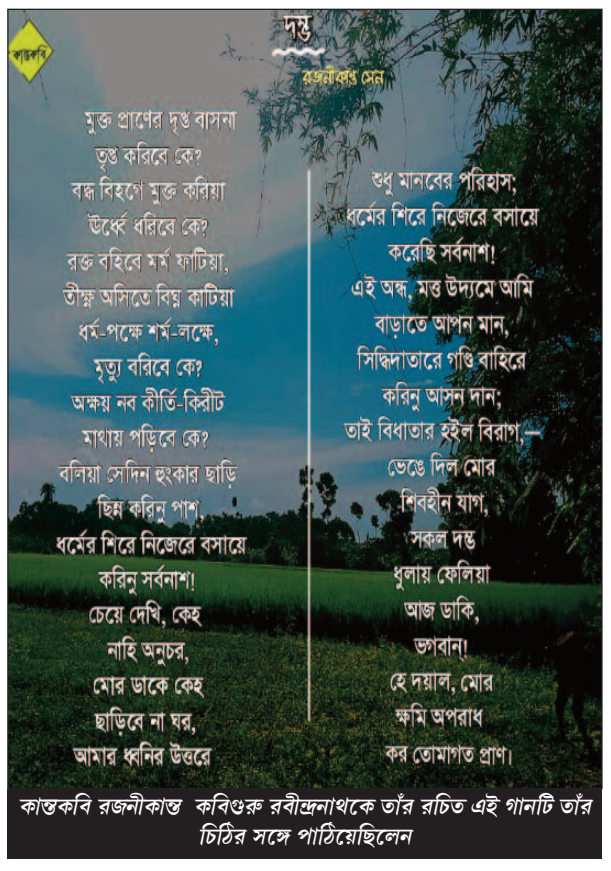

কান্তকবি রজনীকান্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রচিত এই গানটি তাঁর চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন

রজনীকান্তর শেষ দিনগুলো ছিল অসম্ভব ব্যথায় পরিপূর্ণ। তিনি ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ সালে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র) রাত্রি সাড়ে আটটায় লোকান্তরিত হন।

কী অবস্থা রজনীকান্তর ভিটের?

প্রবাল বলেন, 'কবির পৈতৃক বাড়ির অংশের পরিমাণ ছিল ১৮ বিঘা। খুব সম্ভবত ১৯৪৭ এর দাঙার সময় ওঁনারা কলকাতা চলে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর-ই বাড়িটি দখল হয়ে যায়।দ ২০২২-এর ২ নভেম্বর নিউজ বাংলা২৪.কম-এর একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, তস্বাধীনতার পর মোয়াজ্জেম হোসেন নামে একজন বিয়ে করেন গ্রামটিতে। তিনি ও তার স্ত্রীর বড় ভাই মোতাহার হোসেন প্রামাণিক মিলে কবির বাড়ির সামনের বড় পুকুরটি দখল করে নিয়েছেন।

কবির বাড়িটি স্থানীয় প্রভাবশালী নবী প্রামাণিক ও আলম হোসেন দখল করে ভেঙে ফেলেছেন দেয়াল। ফলে কবির শেষ চিহ্ন বলতে আর কিছুই রইল না।

মোতাহার হোসেন প্রামাণিকের ছেলে আনোয়ার হোসেন প্রামাণিক দাবি করেন, তাঁর পূর্বপুরুষরারা জমি কিনে মালিক হয়েছেন।

নিউজবাংলাকে তিনি বলেন, 'আমার ফুপা মোয়াজ্জেম হোসেন এই জায়গাগুলো রজনীকান্ত সেনের বংশধরদের কাছ থেকে কিনেছিল বলে জানতে পেরেছি। তবে আমার বাবা ও ফুপা সব জায়গা আবু সাঈদ নামে একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।'

আবু সাঈদ বলেন, 'আমি কাগজপত্র দেখে ১৮ বিঘা পুকুর আর জায়গা কিনেছি। আমি খাজনা খারিজ করেছি। আমার দখলেই রয়েছে সব জায়গা।' বাড়ি দখলকারী নবী প্রামাণিক বলেন, 'আমরা জায়গা কিনেছি।' দলিল দেখতে চাইলে বলেন, দলিল দেখাবেন না।

তবে বেলকুচি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিবানী সরকার নিশ্চিত করেন, এসব জায়গা দখল করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বেশ কিছু জায়গা দখলমুক্ত করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছি। বাকি জায়গাগুলো উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিই কবির জায়গা দখল করে রাখতে পারবে না।'

এই সেন-ভাঙ্গাবাড়িতে ১৯৩৮ সালে রজনী সংসদ ও স্মৃতি পাঠাগার নামে একটি ক্লাব স্থাপন করা হয়। তারা কবির স্মরণে বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঠাগারের সভাপতি সানোয়ার হোসেন তালুকদার নিউজবাংলাকে বলেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন করেছি, কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি।

'আজ কবির শেষ চিহ্নটুকু হারিয়ে যাচ্ছে দখলদারদের হাতে। আমরা কান্ত কবির স্মৃতি ধরে রাখতে চাই আগামী প্রজন্মের জন্য।'

বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধিরা নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও কবির স্মৃতি ধরে রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, একজন সচিব সেখানে একটি মিলনায়তন ও শিল্পকলা নির্মাণ করার কথা বলার পর কর্মকর্তারা এসে স্থান নির্বাচনের জন্য দেখে যান। কিন্তু সেটি আর তৈরি করা হয়নি। এ নিয়ে বেলকুচিতে সংস্কৃতি অঙ্গনে হতাশা আছে।

সেনবাড়ির বহির্দেশ।

স্মৃতিটুকু থাক!

সাঁকরাইলের দুর্গাহুড়ি ইকোপার্কের বেহাল দশা

পার্কটি পরিণত হয়েছে সমাজ বিরোধীদের আঁতুড় ঘর

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের দুর্গাহুড়ি ইকোপার্ক এখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত। প্রাকৃতিক উপায়ে গড়ে ওঠা বিশাল টলটলে জলের লেক ঘিরে শাল সেগুনের ঘন সবুজ জঙ্গল। ঘন সবুজের বুক চিরে লাল মোরামের পথ। সব মিলিয়ে দৃষ্টি নন্দন সাঁকরাইল ব্লকের দুর্গাহুড়ি ইকো পার্কটি বছর আগে গড়ে ওঠে বনবিভাগের চেষ্টায়। পার্কের লেকে যেমন পরিযায়ী পাখিদের ভিড় বাড়ত, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু পর্যটকের গন্তব্যস্থল হত সাঁকরাইলের দুর্গাহুড়ি ইকো পার্ক। দুর দুরান্তের বহু মানুষ ভিড় জমাতেন এই পার্কে। বনভোজনের জন্য বহু মানুষ আসত। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের দুর্গাহুড়ি ইকোপার্কটি বর্তমানে সমাজ বিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মদের বোতল, নোংরা আবর্জনা। এই ইকো পার্কটি খড়গপুর বনবিভাগের অধীনে রয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দা তপন দে-র অভিযোগ, বনদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলায় পার্কটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনের কাছে দাবি জানাব, পার্কটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার। এখন আর কোনও পর্যটক আসেন না। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা হলে সমাজবিরোধীদের উৎপাত শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে ইকোপার্কের বেহাল দশা। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গার আসন ভেঙে পড়েছে। জানালার লোহার রড চুরি হয়ে গেছে। নলকূপ নষ্ট। ওয়াচ টাওয়ার নোংরা। সুন্দরভাবে তৈরি করা কালভার্টের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এক সময় পর্যটকদের সমাগমে গমগম করত দুর্গাহুড়ি ইকো পার্ক। এখন সে সব অতীত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মথুর মাহাত বলেন, দলীয় ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে পার্ককে নতুন করে সাজিয়ে তোলার আশ্বাস দেন। মানুষের ভিতরে মদ খাওয়ার বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানাবেন বলেও জানান। ওই এলাকার বিজেপি নেতা অঞ্জন জানা অভিযোগ করে বলেন, ওখানে মানুষ এখন কি করতে আসবে, সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়েছে, শুধু মদের বোতল পড়ে রয়েছে। আসলে প্রশাসনের গাফিলতির অভাবের জন্য ওই ইকো পার্কের বেহাল অবস্থা। এছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই ইকোপার্কটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হোক। যাতে আগামী দিনে মানুষ ওই ইকো পার্কে বেড়াতে আসতে পারে। খড়গপুর বনবিভাগের ডিএফও মনীশ যাদব ফোনে বলেন, ওই ইকো পার্ক দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ রয়েছে সরকারি ভাবে। তাই নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো নির্দেশ আসেনি। সাঁকরাইল ব্লকের বিডিও রোহন ঘোষ জানান, পার্ক বন্ধ থাকার ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই বলে তিনি জানান। আমরা ব্লকের সমস্ত পার্কের সৌন্দর্যায়ন করার চেষ্টা করছি।

বাজি বিস্ফোরণে মৃত গৃহবধূ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ফের বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণ। শনিবার দুপুরে চম্পাহাটির হাঁড়ালে বাজি কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত ১। দু'জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিস্ফোরণটি ঘটে বারুইপুর থানার চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়াল গ্রামের সরদার পাড়ার ব্যবসায়ী পিন্টু মণ্ডলের বাড়িতে। সেখানে বাজি তৈরি ও মজুত করা হত। এদিন দুপুরের বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগুনও ধরে যায় সেখানে। পুড়ে খাক হয়ে যায় বাড়িটি। সূত্রের দাবি, বাড়িতে সকেট বাজি তৈরি হচ্ছিল। সেই বাজি ফেটেই বিপত্তি বাঁধে। তবে কেউ কেউ বলছেন, বাড়ির মধ্যে মজুত থাকা বাজিতে গ্যাসের আগুনে লেগে বিস্ফোরণ হয়। বাড়ির মধ্যে থাকা গৃহকর্তা পিন্টু মণ্ডল, শুভঙ্করী সর্দার ও ভক্তি সর্দার অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁদেরকে দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতার হাসপাতলে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি তাঁরা। অসমর্থিত সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম শুভঙ্করী সর্দার, তিনি পিন্টু মণ্ডলের স্ত্রী। এদিকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। পরে ঘটনাস্থলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি, বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগে যায় বাজিতে।

বাঁশের সেতু ভেঙে পরায় বিপত্তি, গাড়ি পরল নয়ানজুলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নবগ্রাম: নবগ্রামের জাফরপুর ঘাটে গাড়ি পারাপারের সময় হুড়মুড়িয়ে বাঁশের সেতু ভেঙে বিপত্তি ঘটল। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এদিন দুপুরে সেতুর ওপর দিয়ে একটি ছোট চার চাকা গাড়ি পারাপারের সময় সেতুটি আচমকাই ভেঙে পড়ে। ফলে গাড়িটি নিচে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বাঁশের সেতু দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেতুটি মূলত মানুষের পারাপারের জন্য তৈরি হলেও, টাকার বিনিময়ে সেখান দিয়ে টোটো এবং ছোট চার চাকা গাড়ি পারাপার করা হত। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কিছু অসাধু ব্যক্তি এই বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে আসছিলেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা তৎপর হয়ে আহতদের উদ্ধার করে। আহতদের দ্রুত পাঁচগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বাঁশের সেতুটির পরিবর্তে ওই স্থানে স্থায়ী এবং নিরাপদ সেতু নির্মাণের দাবি উঠেছে। নবগ্রাম থানার পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

ঝাড়গ্রামে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের ঝিনকির জঙ্গলে ছাগল চরাতে গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার। ঝাড়গ্রামের জিতুশোল গ্রামের গোপাল মাহাতো শুক্রবার দুপুরে অন্যান্যদের সঙ্গে পাশের জঙ্গলে ছাগল চরাতে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ছাগল চরানোর সময় জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটি হাতি বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালালেও গোপাল মাহাতোর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বনদপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়ার অভিযোগ তুলে রবিবার সকাল দশটা নাগাদ ঝাড়গ্রামের জিতুশোল এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি রাজ্য সড়কের জিতুশোল এলাকায় পথ অবরোধ করায় চরম সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষদের। স্তব্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। তারপরেই বিকেল নাগাদ জিতুশোল গ্রামের পাশের একটি বাঁধ থেকে নিখোঁজ গোপাল মাহাতোর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender for Changing of Electrical Wiring at Ground Floor of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin - 723101 related with conversion of the Ground Floor to Guest Rooms / Dormitories is invited under **memo no. 45/Admn./1659 dated December 23, 2024** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2024_SCARD_789985_1** from eligible/bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/ Companies/Engineers' Co-operative Societies having Electrical Supervisor's Certificate of Competency with legacy update in parts 1, 2, 11 or National Supervisors Certificate and adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **January 08, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

Sd/-
Managing Director
December 27, 2024

হুগলির চণ্ডীতলায় বামনডাঙা এলাকায় খালের ধারে মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়াল হুগলির চণ্ডীতলা থানার বামনডাঙ্গা লোহারপোল এলাকায়। রবিবার বেলায় চণ্ডীতলার কলাছড়া থেকে ভগবতীপুর যাওয়ার রাস্তার বামনডাঙা লোহারপোল এলাকায় খালের ধারে মৃত শিশুর দেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কে বা কারা শিশুর দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলাচল করে এই রাস্তায়। গভীর রাতে কেউ বা কারা দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে। তাঁদের আরও দাবি, যদি কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে ফেলা দেওয়া হয় তা খুবই নিন্দাজনক। আশপাশের এলাকায় কোনও নার্সিংহোম, হাসপাতাল রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, সদ্যোজাতকে অন্য জায়গা থেকে এনে এখানে খালের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পরিচালনায় ৫ দিনব্যাপী সামাজিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান ও পাঁচ ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কমিটির পরিচালনায় ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানে ছিল সামাজিক সাংস্কৃতিক খেলাধুলা বিভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই রক্তদান শিবিরে ২২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করলেন, উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা, রিষড়া চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁই সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্টরা। ভাইস চেয়ারম্যান রিষড়া জাহিদ হাসান খান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হুইলচেয়ারসহ নানা জিনিস দেওয়া হয়, মেধাবীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়, এছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের ২৫০ জনক কম্বল দেওয়া

হয় ছিল আঁকা প্রতিযোগিতায়। খেলাধুলাতে খেলোয়াড়দের পুরস্কার দেওয়া হয় এছাড়া পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরসভার বাইরের এলাকার দুঃস্থ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করা হয়। গরীব মানুষদেরও সহযোগিতা করা হয়। এই প্রসঙ্গে রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমরা পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠান করে ১৫ বছর ধরে করছি। আমাদের রক্তদান শিবির হয়। সামাজিক প্রকল্প কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান সামাজিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নানা রকম সামগ্রী প্রদান, প্রবীণদের সংবর্ধনা, সাংবাদিকদের সংবর্ধনা খেলাধুলো সহ নানা রকম সহযোগিতা করি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা।

আর্ত পীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারির নিকট বছর দুয়েক আগে তৈরি হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ভারতীয় হিউম্যান রাইটস' নামে সংগঠন। ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই সংস্থার স্থাপনা করেন সোনা সিং নামে এক সমাজকর্মী। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সোনা সিং, রবিবার হরিপুর কোলিয়ারির সংস্থার প্রধান অফিসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, ছোট থেকেই মানুষের পাশে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। করোনা কালে তিনি সেই সংস্থার হয়ে বিভিন্ন ভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন। তারপর থেকেই তার মনের ইচ্ছা পূরণ করতেই তিনি তৈরি করেন 'ভারতীয় হিউম্যান রাইটস' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। এই সংস্থার হয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে আর্ত পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সংস্থা। তিনি আরো জানান, একেবারে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ হিউম্যান রাইটস

বিষয়ে জানেনেই না। তাই একেবারে নিচু স্তরে মানুষের কাছে পৌঁছতেই এই উদ্যোগ। তিনি জানান, আগামী দিনে সবসময় মানুষের পাশে থাকতে চায় তার সংস্থা। এছাড়াও তিনি একটি মাল্টিজিম তৈরি করেছেন, সেখানে একেবারে কম খরচে নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে আশা প্রায় ১৪ জন যুবককে মূল স্রোতে ফেরানোর চেষ্টাও চলে।

রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল ২ মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে মেমারি স্টেশনে। জানা গিয়েছে এদিন আনুমানিক ৫টা নাগাদ মেমারি স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্ম দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল বর্ধমানের দিকে। সেই সময় রেল লাইনের উপর দিয়ে পারাপার হচ্ছিল বেশ কয়েকজন যাত্রী। লাইনের ওপর হঠাৎ ট্রেন চলে আসলে। ট্রেনের কাটা পড়ে মৃত্যু হয় দুই মহিলার।

জানা গিয়েছে, মৃতদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কাতারা এলাকায়। ৬ জনের একটি দল আত্মীয়র বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল। বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম নেমে সেখান থেকে মেমারি থেকে ট্রেন ধরে খন্নান যাওয়ার কথা ছিল তাদের। ৬ জনই লাইনের ওপর দিয়ে পারাপার হচ্ছিল। চারজন পার হতে পারলেও ২ জন ট্রেনের সামনে পড়ে যায়। জানা গিয়েছে, মৃত দুই মহিলার নাম ঝর্ণা ভুঁইয়া ও পাখি ভুঁইয়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলের আধিকারিকরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় তারা।

ঔষধি গাছকে ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: প্রকৃতির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ঔষধি গাছ কি ভাবে আমাদের শরীরে উপকার করে এবং সেই গাছগাছড়ার ব্যবহার নিয়ে এক মেগা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া থানা এলাকার ফুলেশ্বর দুর্গাবাড়িতে। এই কর্মশালায় শতাধিক প্রকৃতি প্রেমিক অংশ নেন। উদ্যোক্তা ছিল আরোগ্য ভারতী। এদিন দীর্ঘ আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন আরোগ্য ভারতীর রাজ্যের প্রান্তিক সহ সভাপতি দেব কুমার চক্রবর্তী। হাওড়া গ্রামীণ প্রান্তের অন্যতম সম্পাদক সঞ্জয় চ্যাটার্জি। প্রসঙ্গত এই কর্মশালায় ঔষধি গাছ সংরক্ষণের শপথ নেওয়া হয়।

KASHMOLI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LIMITED
REGD. NO.- 49 DATE:- 09.03.1966
VILL.- KASHMOLI, P.O.-KASHMOLI, P.S.- JOYPUR, DISTRICT- HOWRAH, PIN - 711303

স্মারক সংখ্যা ঃ ---- তারিখ ঃ ----------

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাশমলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যায় যে, আগামী ০১.০২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন, ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী, ২০১১ (সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলী, ২০১২ অনুসরন করিয়া অত্র সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমিতির কার্য্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় যথাসময় উপস্থিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হইল।

আলোচ্যসূচী ঃ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন।

স্বাঃ
অর্ণব ভারতী
স্পেশাল অফিসার
কাশমলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

১) পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ
ক) সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে শূন্যপদের সংখ্যা (যাহা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে) তাহা হল-০৯ (নয়), যার মধ্যে অসংরক্ষিত আসন হল-০৬, মহিলা সংরক্ষিত আসন হল-০২, তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি সংরক্ষিত আসন হল-০১।
খ) নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা-সমিতির সমগ্র সদস্য পদ এলাকা।
গ) পরিচালক পদে নির্বাচনের যোগত্যাবলী- পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য সমবায় আইন ২০০৬, সমবায় বিধান ২০১১ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগত্যাবলী থাকতে হবে।
২) নির্বাচন সূচী

ক্রমিক নং	নির্বাচন সূচী	তাং	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদ
ক)	মনোনয়নপত্র বিলি ও মনোনয়নপত্র পেশ	১৩.০১.২০২৫ থেকে ১৪.০১.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
খ)	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা	১৬.০১.২০২৫	দুপুর ১২টার সময়	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
গ)	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৬.০১.২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহতি পরে	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঘ)	মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (স্বাক্ষরিত আবেদন প্রার্থীকে নিজে জমা দিতে হবে)	১৭.০১.২০২৫	বিকাল ৩টা অব্যবহিত পূর্বে পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঙ)	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৭.০১.২০২৫	বিকাল ৩টার পর	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
চ)	ভোটগ্রহণ	০১.০২.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
ছ)	ভোট গণনা	০১.০২.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
জ)	ফল প্রকাশ	০১.০২.২০২৫	ভোট গণনা অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র অবশ্যই আনতে হবে, যদি কারোর সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র না থাকে, তা হলে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ১৪টি অন্যান্য সচিত্র পরিচয়পত্রের যেকোন একটি অথবা সমিতি প্রদত্ত সচিত্র সদস্য পরিচয়পত্র/সদস্যবই/পাশবই অবশ্যই আনতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সমিতির অফিস থেকে জেনে নিতে পারবেন।

স্বাঃ /-
অর্ণব ভারতী
সমবায় পরিদর্শক
আমতা-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
কাশমলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ, ২) শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, উভয়ের পিতা -৺বিভূতিভূষন ঘোষ, উভয়ের সাং – ঘোষ গলি মাঝের রাস্তা, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১। বিগত ইংরাজীর ১৬/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ৬৪৩৩/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(জাভেদ মিয়াদাদ**, পিতা সেখ আব্দুল হাকিম) সাং - নামাজগ্রাম, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১৫/১২/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৩৪৪/২০২৩ নং দলিল মূলে **সাইশতা প্রবীন**, স্বামী – মহঃ ইস্তেয়াক, সাং - সরসাই, পোঃ - রামপুর রস্তাগর, থানা - সরসাই, জেলা – বৈশালী, রাজ্য - বিহার, পিন নং-৮৪৪১১৬। ২) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১৫/১২/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৩৪২/২০২৩ দলিল মূলে **সাবানা পারভিন**, স্বামী- জামিল আহমেদ, সাং - সরসাই, পোঃ - রামপুর রস্তাগর, থানা - সরসাই, জেলা – বৈশালী, রাজ্য - বিহার, পিন নং - ৮৪৪১১৬। ৩) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১৫/১২/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৩৪৩/২০২৩ দলিল মূলে **মোসারাত জাহান**, স্বামী - মহঃ হাসিম আরসি, সাং- চৈনপুর, পোঃ- চৈনপুর, বাঙ্গরা, থানা- মনিহারী, জেলা- মোজ্জাফরপুর, রাজ্য বিহার, পিন নং- ৮৪৩১১৯ - মহাশয়গনকে একুনে ৩ টি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি ।
তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ক্ষীরকুন্ডি, জে.এল. নং ১০১, হাল এল.আর. ৩২৪ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ৬২ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৫৬ শতকের মধ্যে ১.৬৫ শতক । ২) সাবেক তথা হাল ৬২ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৫৬ শতকের মধ্যে ৪.১৩ শতক । ৩) সাবেক তথা হাল ৬২ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৫৬ শতকের মধ্যে ২.৪৮ শতক । একুনে ৩ টি পৃথক দলিল মূলে ৮.২৬ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **১) সাইশতা প্রবীন**, স্বামী-মহঃ ইস্তেয়াক, **২) সাবানা পারভিন**, স্বামী- জামিল আহমেদ, **৩) মোসারাত জাহান**, স্বামী - মহঃ হাসিম আরসি, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন । ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে । ইতি- **জাভেদ মিয়াদাদ** (আমমোক্তার)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) লক্ষী রানী দাস, স্বামী - পরিতোষ দাস, সাং - বড়োদিঘীর ধার, তালডাঙ্গা, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬। **২) অন্নপূর্না দত্ত**, স্বামী - গণেশ দত্ত, সাং- দত্তপাড়া, পোঃ – খানপুর, থানা – ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৮। **৩) সুষমা প্রামানিক**, স্বামী - আশুতোষ প্রামানিক, সাং - কংশারীপাড়া, কালিতলা, পোঃ ও থানা - মগরা, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮। **৪) মঞ্জুরানী গুঁই**, স্বামী - ৺বাসুদেব গুঁই, **৫) আদিত্য গুঁই**, পিতা-৺বাসুদেব গুঁই, ৪ ও ৫ নং এর সাং - পান্ডুয়া বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, **৬) অন্তরা দত্ত**, স্বামী - সুজিত দত্ত, সাং- দঃ বহিরগাছি উঃ পাড়া, পোঃ ও থানা - নাকাশী পাড়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৫৪, **৭) অর্পিতা কাঁসারী**, স্বামী - শিবনাথ কাঁসারী, সাং - বলরামবাটী, পোঃ আনন্দনগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯। **৮) অচিন্ত্য কুমার গুঁই, ৯) অতনু গুঁই**, উভয়ের পিতা - ৺দীনবন্ধু গুঁই, উভয়ের সাকিম - পান্ডুয়া বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, বিগত ইংরাজী ১৪/০৬/২০২৩ তারিখে পান্ডুয়া সাফ রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ৩০৪৬/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(রাকিব হোসেন**, পিতা মতিয়ার রহমান) সাং - সেখপুকুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ০৪/০১/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০০৫৩/২০২৪ নং দলিল মূলে **ক) সঞ্জয় রজক**, পিতা- হরদুয়ার রজক, **খ) প্রিতী রজক**, স্বামী - সঞ্জয় রজক, উভয়ের সাং – নমাজগ্রাম, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। ২) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১৬/০৬/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩১০৮/২০২৩ দলিল মূলে **আজমীরা বিবি**, স্বামী মিরাজ চৌধুরী, সাং - নমাজগ্রাম, উঃ পাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়গনকে একুনে ২ টি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।**তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, জে.এল. নং ১০৪, হাল এল.আর. ৪৪০খতিয়ানে ১) ক ও খ সাবেক তথা হাল ১০২৪ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০৫.৬১ শতক । ২) সাবেক তথা হাল ১০২৪ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০৬.৬০ শতক। একুনে ২ টি পৃথক দলিল মূলে ১২.২১ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১) **ক) সঞ্জয় রজক**, পিতা - হরদুয়ার রজক, **খ) প্রিতী রজক**, স্বামী - সঞ্জয় রজক, **২) আজমীরা বিবি**, স্বামী মিরাজ চৌধুরী, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।
ইতি- **রাকিব হোসেন** (আমমোক্তার)

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট)
৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট নং ৫বি,কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ওয়েবসাইট : www.burnpurcement.com
CIN No: L27104WB1986PLC040831

আদায়দত্ত শেয়ার মূলধনের হ্রাসের নোটিশ
সিপি নং ১০৫/কেবি/২০২৩ ২০১৬ সালের এনসিএলটি
(প্রসিডিওর ফর রিডাকশন অব শেয়ার ক্যাপিটাল অব কোম্পানি) রুলসের ধারা ৬৬ অধীনে

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল "এনসিএলটি", কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ এর মাধ্যমে "রিডাকশন অব শেয়ার ক্যাপিটাল" প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে নিম্নোক্ত ঘোষিত বিষয়সমূহের সম্পত্তি দ্বারা : "বার্নপুর সিমেন্ট লি. এর আদায়কৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে পরবর্তীতে ১,২২,৪৮,৭৩০ (সতেরো কোটি বাইশ লাখ আটচল্লিশ হাজার সাতশো ত্রিশ টাকা) টাকা বিভাজিত ১,৭২,২৪,৮৭৩ (এক কোটি বাহাত্তর লাখ চব্বিশ হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা) প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার ১০ টাকা (দশ টাকা)।"

এনসিএলটি এর ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত।

পরবর্তীতে উক্ত নির্দেশের সার্টিফায়েড কপি কোম্পানি কর্তৃক রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে ১৯.১২.২০২৪ তারিখে দাখিল করা হবে।

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
সর্বক্ষণের ডিরেক্টর
ডিন : ০৬৫২৬৩৯২
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১২.২০২৪

ফর্ম -বি সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১২ অধীনে)
প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার গঠনের তারিখ	০২.০৭.২০০১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা গঠিত/নিবন্ধিত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পরিচিতি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি পরিচিতি নং	U18101WB2001PTC093391
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা	প্রাপ্তি ফ্যাশনস, পার্ক এভিনিউ-২, ৩৩০এ, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫
৬.	দেউলিয়া প্রস্তাব শুরুর তারিখ	১৩/১২/২০২৪
৭.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১৩/১২/২০২৪ সংশোধিত তারিখ ১৯/১২/২০২৪ সহ পঠিত হবে।
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কর্মরত দেউলিয়া পেশাদার নাম এবং নিবন্ধীকৃত নং	পার্থ কমল সেন IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049
৯.	লিকুইডেটরের নিকট নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	প্রাপ্তি ফ্যাশনস, ... চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯৪ ইমেল : partha_kamal@yahoo.com
১০.	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেল	... কলকাতা : ৭০০০৭৯ ইমেল : praptifashions.ibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষের তারিখ :	১৮/০১/২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ- **প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেডের** দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১৩/১২/২০২৪ ঘোষণা করেছেন সংশোধনী নির্দেশ তারিখ ১৯/১২/২০২৪ সহ পঠিত।
প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ দফা নং ১০ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে তাদের দাবি ১৮/০১/২০২৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিনিয়োগকারী প্রামাণ্য নথি সহ ডাক মারফত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা এবং বিভ্রান্তকারী দাবির ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
বিনিয়োগকারীগণ কোনও কারণে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি পেশ না করলে, এমন বিনিয়োগকারীগণ কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার মধ্যে -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশন এর ধারা ৩৮ অধীনে দাবি দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

পার্থ কমল সেন
তারিখ : ৩০/১২/২০২৪ আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049
স্থান : কলকাতা এএফএ নং : এএ২/১০০৪৯/০২/৩০০৬২৫/২০৩২৫৭ বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০১.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্তপরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ২৫১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **এবং জামিনদাতাগণ : শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী অনিশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রীমতী কলাবতী দেবী শাউ, শ্রীমতী লালমণি দেবী শাউ, শ্রী তারক শাউ এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল** সহ কাছ থেকে। সকলের ঠিকানা - ২৪৬-ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬।

সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮২,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,২০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৪,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৪০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি, পরিমণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫ম তলে, অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬ থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হস্তান্তর দলিল এআরএ -১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬, যৌথ মালিকানাধীন শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী (পান্নালাল তারক শাউ ইস্পাৎ প্রা লি এর জামিনদাতা)।
চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : পঞ্চা বাকুলির প্রেমিসেস, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।
সম্পত্তি নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি, মোট এরিয়া পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে সংশ্লিষ্ট ভবনে অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬,থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্তর দলিল এআরএ-১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি লালমণি দেবী শাউ, স্বামী তারক শাউ, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল,পিতা শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অনীশ জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ।
চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : পঞ্চা বাকুলির প্রেমিসেস,পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।

তারিখ : ৩০.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বহরমপুরে রাতের অন্ধকারে তৃণমূল যুব নেতাকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। যদিও আততায়ীদের গুলিতে তৃণমূল নেতার কোনও ক্ষত হয়নি। তবে তাঁরা গাড়ির কাচ ভেঙেছে ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আতঙ্কিত তৃণমূল নেতা। ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ রয়েছে বলেই দাবি যুব তৃণমূল কংগ্রেস টাউন সভাপতি পাপাই ঘোষ। বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। শনিবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ বহরমপুর টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পাপাই ঘোষ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় বহরমপুরের রিংরোড এলাকায় তার গাড়ির পিছন দিক থেকে আততায়ীরা তার গাড়ি লক্ষ্য করে

পরপর দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে যায়। যদিও আততায়ীদের গুলিতে কোনও হতাহত হয়নি। বহরমপুর টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পাপাই ঘোষ জানান, এ বিষয়ে তিনি আতঙ্কিত। রাজনৈতিক কোনও শত্রু এরকম কাজ করতে পারে বলেই তিনি অনুমান করছেন। পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা করে দোষীদের শাস্তি দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাপাই ঘোষের অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেস বিজেপি জড়িত থাকতে পারে। জেলা কংগ্রেসের মুখ পাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। বহরমপুর শহরে কংগ্রেস নাগরিকদের নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে। আতঙ্ক ছড়ায়নি কোনওদিন। দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নিজেদের পরিকল্পিত হামলা। সাধারণ মানুষের কাছে সবই স্পষ্ট। বিজেপি এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করে না।

টিউশনিতে বেরিয়ে আচমকা নিখোঁজ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র

পুলিশের অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইটখোলা পাড়ার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কিত ঘোষ শনিবার সকাল থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। অঙ্কিতের বাবার নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ। অঙ্কিত সমুদ্রগড় হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। এলাকায় মেধাবী ছাত্র হিসেবেই পরিচিত অঙ্কিত। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে সমুদ্রগড় স্টেশন থেকে ট্রেনে করে নবদ্বীপে বায়োলজি পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় অঙ্কিত। অন্যান্য দিন স্যারের বাড়িতে পৌঁছে অঙ্কিত তার মাকে ফোন করে জানায় সে স্যারের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু শনিবার অঙ্কিতের মায়ের কাছে অঙ্কিতের কোনও ফোন আসে না। অঙ্কিতের

মায়ের কাছে একটি ফোন অবশ্য আসে সেটি অঙ্কিতের বন্ধুর। অঙ্কিতের বন্ধু অঙ্কিতের মাকে ফোন করে জানায় অঙ্কিতকে পাওয়া যাচ্ছে না। অঙ্কিতকে ফোন করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। কোনওভাবেই অঙ্কিতের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে অঙ্কিতের পরিবারের লোকজন নবদ্বীপ স্টেশনে পৌঁছয় এবং খোঁজাখুঁজি করেন। জানানো হয় রেল পুলিশের কাছে। অঙ্কিতের পরিবার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাইলে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার পরেও নবদ্বীপ স্টেশন থেকে তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হয় না বলে অভিযোগ করা হয় পরিবারের তরফ থেকে। নবদ্বীপ স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হল না সেই নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অঙ্কিতের পরিবার। নাদন ঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। মেধাবী ছাত্রের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় হতবাক এলাকাবাসীও।

বকখালিতে পান্থ নিবাস এবং পানীয় জলের প্রকল্প উদ্বোধনে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: বকখালির বুকে নয়া পালক। পান্থ নিবাস 'মম চিন্তে' এবং সঙ্গে পানীয় জলের প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি। এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক গতি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে কোনো রং এর বিচার নয়। উন্নয়ন চলছে চলবে। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পান্থ নিবাস মম চিন্তে এবং পানীয় জলের প্রকল্প উদ্বোধন হল। ক্রমশ বকখালিতে ট্যুরিস্ট বেড়েছে, তাই পান্থ নিবাসে অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং সিস্টেম চালু করতে হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা

গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত বাবু বলেন, আমরা এই বকখালির বুকে আমাদের বরাবরই উন্নয়ন চলছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ত্রিফলার লাইট বসানো হয়েছে। কিন্তু বকখালিকে সাজাতে গেলে আরও অনেক উন্নয়নের দরকার। এখানকার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে ফেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বাড়ানোর জন্যই দীর্ঘদিনের একটা প্রচেষ্টা ছিল তা আজ সফল হয়েছে। এই পান্থনিবাস 'মম চিন্তে' এবং পানীয় জলের প্রকল্প এই দুটোর উদ্বোধন হল।

ফুলিয়ায় তৈরি হওয়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজির উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে শান্তিপুর ফুলিয়ায় তৈরি হল অত্যাধুনিকমানের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি। আগামী ৪ জানুয়ারি এই কলেজের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং ঘোষণা বিজেপির। এদিন নদিয়ার ফুলিয়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে কলেজ উদ্বোধনের কথা জানালেন বিজেপি নেতা তথা শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী। ২০১৫ সাল থেকে ফুলিয়া আইটি এই কাম্পাসে এই কলেজের পঠন পাঠন শুরু হয়। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ফুলিয়া আইটি আই কাম্পাসের পাশেই এই কলেজের মেন কাম্পাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো বরাদ্দ করা হয় ৮০ কোটি টাকা। কাজ শেষ হওয়ার পর এবার দেশের সকল ছাত্রছাত্রী এবার এই কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। তবে শুধু তাই নয়, এত দিনে এত বড় আর্থিক প্রকল্প এই প্রথম বলেই জানান বিজেপি নেতৃত্ব। তবে শুধু কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রীই নন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভার বিজেপির বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, এবং একাধিক বিধায়কের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন ভাবে আলোকময় করবে বলে জানান বিজেপি। তবে একদিকে যখন শান্তিপুরের তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে অপরদিকে বস্ত্র শিল্প নিয়ে এত বড় কলেজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রসঙ্গে বিজেপি জানান, রাজ্য সরকার তাঁত শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণ। অপরদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে কলেজ তৈরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কতটা কর্মসংস্থান হবে তাই নিয়েই এখন বড় প্রশ্ন।

মালদায় মহিলার দেহ পোড়ানোর ঘটনায় রয়েছে প্রাক্তন স্বামীর যোগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বধূকে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় প্রাক্তন স্বামীর যোগ রয়েছে দাবি ধৃতের। রবিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে যাওয়ার পথে এমন দাবি করেন ধৃত আবু তাহের। বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক না এর পেছনে অন্য রহস্য রয়েছে তা নিয়েও তদন্ত শুরু করছে চাঁচল পুলিশ। ধৃতকে এদিন আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য,শুক্রবার চাঁচল থানার মালতীপুরে আমবাগনে এক মহিলাকে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় পুলিশ কালিয়াগঞ্জের এক যুবককে কাটোয়া থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে চাঁচল থানার পুলিশ। এদিন আদালতে যাওয়ার পথে বড় দাবি করেন ওই যুবক আবু তাহের। এদিন চাঁচল মহকুমা আদালতে কড়া নিরাপত্তার ধৃতকে পুলিশ নিয়ে যায়। আদালতে যাওয়ার পদে ধৃত যুবক দাবি করে, আমাকে জবরদস্তি ফাঁসানো হচ্ছে। আমার সঙ্গে মহিলার প্রাক্তন স্বামীও ছিলেন। ওর সঙ্গেই করেছি। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার বিয়ে হয় উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। একবছর হল স্বামীর সঙ্গে আলাদা থাকেন। ওই এলাকারই এক যুবক

আবু তাহেরের সঙ্গে সম্পর্ক হয় ওই মহিলার। আর এদিন আদালতে ঢোকার পথে সেই প্রাক্তন স্বামীর নাম জড়ালেন ধৃত যুবক। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানান, ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গোপীবল্লভপুরে কিষান মান্ডিতে চাষিদের থেকে অধিক পরিমাণে ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে, সরকারি কিষানমন্ডিতে চাষিদের থেকে কুইন্টাল প্রতি তিন কিলো জায়গায় ছয় থেকে সাত কিলো ধান বাটা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের কৃষি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। চাষিদের অভিযোগ যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন কিষান মান্ডিতে চাষিরা সরাসরি ধান দিতে পারবেন। সেইখানে প্রতি তিন কিলো বাটা নিতে পারবে, সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যারা ধান কিনছেন, কোথাও ৬ কিলো বা তারও বেশি বাটা দিতে হচ্ছে চাষিদের। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, সেই নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের চাষিদের। তবে এই বিষয়ে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ বলেন, এ ধরনের বিষয় এখনো পর্যন্ত আমি শুনিনি, খোঁজ নিয়ে দেখছি বিষয়টি। তবে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা আমি জানি, আমরা চাই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেটি রয়েছে সে অনুযায়ী চাষিদের থেকে বাটা কেটে ধান কেনা হোক। তবে এই বিষয়ে প্রশাসনের কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মহাকুল বলেন, এই বিষয়টি আমার জানা নেই। আমরা তদন্ত করে পুরো বিষয়টি দেখব যাতে চাষিরা তাদের ন্যায্য মূল্য পান। চাষিদের আরও অভিযোগ, চাষিরা যাতে ফলনের ন্যায্য দাম পান, ফড়েরা যাতে লাভের গুড় খেয়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। চাষিরা আরও বলেন, কিষান মান্ডিতেই ধান কেনা নিয়ে দুর্নীতি চলছে।

নয়াগ্রামে বিজেপির ধস! তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার নয়াগ্রাম ব্লকের মরচি ৫ নং অঞ্চলের বড়শোলে বিজেপি ও সিপিআইএম পার্টির ধস। জানা গেছে, বড়শোলে সিপিআইএম ও বিজেপি পার্টির শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তারা বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ। তিনি বলেন বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই বিজেপি দল ছেড়ে মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তাই বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে যোগদানকারীদের তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ধানতলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ধানতলা থানা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকা গত সোমবার হাঁসখালি থানা এলাকার বাসিন্দা এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যান। অভিযোগ, সেখানেই মঙ্গলবার মেলা দেখতে যাওয়ার সময় ওই নাবালিকাকে একলা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে ওই এলাকার বাসিন্দা এক যুবক। পরে বুধবার ওই নাবালিকা ধানতলা থানা এলাকায় তার নিজের বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানালে বৃহস্পতিবার ধানতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার পরিবার। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে শনিবার রাতে হাঁসখালি থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে ধানতলা পুলিশ। রবিবার ধানতলা পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে রানাঘাট আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিবেশ বাঁচানোর কারিগর হিসাবে সম্মান জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শেওড়াফুলি উৎসব কমিটি এবং বিশ্ববন্ধু সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজ্যসম্মান তুলে দেওয়া হল। রাজ্যব্যাপী বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ সচেতনতার জন্য রাজ্যের প্রথম স্থান অধিকার করল পরিবেশ প্রেমী সংগঠন সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড। হুগলি জেলার সম্পাদক সেখ মাবুদ আলির হাতে মেমোনটো এবং মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য সম্মান তুলে দিলেন ডঃ সঞ্জয় সেন বিশিষ্ট সাংবাদিক। আরও এগিয়ে যাক সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড সবুজায়নের বার্তা নিয়ে।

রাজ্য সড়কে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: যাত্রীবাহী বাস রবিবার সকালে দাঁতন থানার খড়রুই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ২২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রাজ্য সড়ক ধরে মোহনপুর থেকে বাসটি মেদিনীপুর যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খড়রুই এলাকায় রাস্তার ধারে উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন থানার পুলিশ। দ্রুতগতিতে যাওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। চালক পলাতক।

শীত পরতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে হাজির ভাপা পিঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শীত পরতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় শহর ও গ্রাম অঞ্চলে হাজির ভাপা পিঠে। সকাল ও সন্ধ্যায় বেশ ভালোই বিকোচ্ছে অতি সুস্বাদু ভাপা পিঠা। চালের গুঁড়োর সঙ্গে নলেন গুড় এবং নারকেল কোরা মিশিয়ে এই পিঠে চটজলদি তৈরি হয়। মূলত মিষ্টি করার জন্য দেওয়া হয় গুড়। স্বাদ বৃদ্ধির জন্য নারকেলের শাঁস দেওয়া হয়। বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে অনেকে অন্য পেশায় জড়িত থাকলেও শীতের প্রাক্কালে তারা ভাপা পিঠের ব্যবসায় মজে থাকেন। কামাইও নেহাত মন্দ নয় বলে জানান বিক্রেতারা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল শীত বাড়তেই কয়েকদিন থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ভাপা পিঠের পসরা সাজিয়ে বসেছেন অনেকেই। এক ভাপা পিঠে বিক্রেতা উত্তম মাহাতো বলেন, অভাবের সংসার চালাতে অন্যসময় মিষ্টির দোকানে হাড়ভাঙা কাজ করলেও, শীতের দিনগুলিতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভাপা পিঠের ব্যবসা করি। আমি শুধুমাত্র সন্ধ্যাবেলায় এই ব্যবসা করি। ব্যবসায় স্ত্রী খুবই সহযোগিতা করে। চালের গুঁড়ো করা থেকে জ্বালানি জোগাড় করা সবকিছুই করে স্ত্রী। সন্ধ্যাবেলা পিঠে তৈরির উপকরণ ও সরঞ্জাম নিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে

বসে পিঠে তৈরি করি। প্রতি জোড়া ভাপা পিঠে দশ-বারো টাকায় বিক্রি করি। তবে এবছর নলেন গুড় এবং নারকেলের দাম বেশি হলেও ব্যবসার স্বার্থে পিঠের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে আকারে ছোট করতে হয়েছে। বলতে বাধা নেই ভাপা পিঠে চাহিদা থাকায় বিক্রি ভালোই হয়। শুধুমাত্র একবেলা ব্যবসা করে ৩০০-৩৫০ টাকা লাভ হয়। মদন রবিদাস নামে এক ক্রেতা জানান, তার শীতের খাবারের তালিকায় সংযোজন হয় এই ভাপা পিঠে। মূলত, এটি একটি গ্রামীণ খাবার হলেও শহরে গ্রামীণ মানুষের খাদ্য হিসেবে এটি শহরে বহুল প্রচলিত রয়েছে। এমনকী রাস্তাঘাটে, রেস্তোরাঁতেও আজকাল ভাপা পিঠে পাওয়া যায়।

সর্বপরি উত্তম মাহাতোর মতো অনেকেই সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট,পতিরাম, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর বুনিয়াদপুর,হরিরামপুর, কুশমন্ডি প্রভৃতি নানা স্থানে ভাপা পিঠে বিক্রি করে রোজগার করছেন। শীতের সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় খুব কম পয়সায় ভাপা পিঠের স্বাদ আস্বাদন করতে অনেকেই ভাপা পিঠের দোকানে হাজির হচ্ছেন।

গোপালকে নিয়ে বনভোজনে মাতলেন শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের লাক্কুর্ডি এলাকায় হল গোপালের বনভোজন। ১৪ তম বছরে পড়ল এই দেবতার বনভোজন। সাহা বাড়ির উদ্যোগে এই বনভোজন শুরু হলেও এখন তা সর্বজনীন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ হাজির হন এদিন এখানে। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাদের আরাধ্য দেবতা গোপালকে। প্রায় শতাধিক গোপাল এসে হাজির হন এখানে। সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয় গোটা এলাকা। ভোর থেকেই চলে নিরামিষ বিভিন্ন রকম পদ রান্না। গোপালকে ভোগ নিবেদন করা হয়। হরিনাম সংকীর্তন আরতি চলে দীর্ঘ সময় ধরে। তারপর সকলকেই ঠাকুরের ভোগ পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। এক বিরাট উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা।

পরিবারের প্রবীণ কর্তা তপন সাহা জানান, বর্ষ শেষে সকলেই পিকনিক করে আনন্দ করে। তা থেকে কিভাবে বাদ যায় বাড়ির আদরের সদস্য গোপাল। বাড়ির আরাধ্য দেবতা গোপাল ঠাকুরকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে কোথাও বনভোজনে যাওয়ার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা তাই বাড়ির গোপাল ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়েই বনভোজনের আয়োজন করে থাকেন। প্রতি বছর ইংরেজির ডিসেম্বর মাসের শেষ রবিবার গোপালের বনভোজন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এবছর গোপালের বনভোজন মহোৎসব ১৪ বছরে পড়ল। সাহা পরিবারের গৃহবধূ সীমা সাহা বলেন, গোপালের বনভোজন মহোৎসবে গোপালের নাম সংকীর্তন ও পুজো পাঠ হয়। আর গোপাল এবং গোপালের ভক্তদের খাবারে মাছ, মাংস থাকে না। অন্নভোগের মেনুতে থাকে পোলাও বা রাইস, কচু শাকের তরকারি ও মোচার তরকারি, লাবড়া, বিভিন্ন ভাজাভুজি। বনভোজনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য সকলের কাছে মাত্র দেড়শো টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়। অনেকেই অর্থ সাহায্য করেন। সব খরচ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ বছরে কোনও এক সময় গরিব মানুষদের জন্য দান করে দেওয়া হয়। এভাবেই চলে আসছে গোপালের বনভোজন।

ভারতের বিপদ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট জুটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিনের শেষ বল। বোলার যশপ্রীত বুমরা, এরই মধ্যে যাঁর ঝুলিতে ৪ উইকেট। হাতের বলটাও নতুন, মাত্রই নেওয়া হয়েছে। আর ব্যাটিংয়ে নাথান লায়ন, অস্ট্রেলিয়ার ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ব্যাট বাড়ালেন লায়ন, বল ব্যাটের কানায় লেখে তৃতীয় স্লিপের পাশ দিয়ে চলে গেল বাউন্ডারিতে। হতাশায়, আক্ষেপে আর অসহায়ত্বে মাথা নিচু করে হাঁটুতে দু হাত রাখলেন বুমরা। ইস! একটুর জন্য...।

দিনের শেষ বলের পর বুমরার প্রতিক্রিয়া আসলে ভারতের সারা দিনের প্রতিচ্ছবি। ম্যাচ নাগালেই থাকা, কিন্তু একটুর জন্য সেটা আবার ফসকে যাওয়া। মেলবোর্ন টেস্ট ভারতের নাগাল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেছে, সেটি এখনই বলা যাবে না। তবে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২২৮ রান নিয়ে দিন শেষ করা স্বাগতিকেরা এখন ৩৩৩ রানে এগিয়ে। আগামীকাল শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া যদি আর কোনো রান নাও যোগ করে, রান তাড়ায় ভারতকে বড় চ্যালেঞ্জেরই মুখোমুখি হতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার লিড ৩০০ রানের কমে আটকে রাখার যথেষ্টই সম্ভাবনা তৈরি করেছিল ভারত। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্যাট কামিন্স যখন আউট হন, অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান ১৭৩। যা প্রথম ইনিংসের ১০৫ রানের লিডসহ ২৭৮।

কিন্তু দশম উইকেট,জুটিতে লায়ন ও স্কট বোল্যান্ড রোহিত শর্মার দলকে রীতিমতো যন্ত্রণাই দিয়েছে। বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরা দুজনের কাউকে আউট তো করতে পারেনইনি, উল্টো রানও বের হয়ে গেছে অনেক।

অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়ে যাওয়া লায়ন,বোল্যান্ড জুটি ১৭.৫ বল টিকে থেকে যোগ করেছে ৫৫ রান। দিনের শেষ ওভারে বুমরাকে দুটি চার মারা লায়ন অপরাজিত ৫৪ বলে ৪১ রানে। অপরপ্রান্তে থাকা বোল্যান্ড রান করেছেন মাত্র ১০, কিন্তু খেলেছেন মূল্যবান ৬৫ বল।

এর আগে ভারতকে আরেক দফায় ভুগিয়েছেন মারনাস লাবুশেন ও কামিন্স। বুমরা ও সিরাজের তোপে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২ উইকেটে ৮০ থেকে দ্রুতই ৬ উইকেটে ৯১ রানে পরিণত হয়েছিল।

সেখান থেকে সপ্তম উইকেট জুটিতে লাবুশেন,কামিন্স গড়ে তোলেন ৫৭ রানের জুটি। অবশ্য জয়সোয়াল স্লিপে লাবুশেন আর ফরোয়ার্ড শর্টে কামিন্সের ক্যাচ না ফেললে জুটি থেমে যেত বেশ আগেই। ভারতের কাঁটা হয়ে থাকা জুটিটা ভাঙে সিরাজের বলে লাবুশেনের আউটে (১৩৯ বলে ৭০)। এরপর মিচেল স্টার্ক রানআউট আর কামিন্স জাদেজার বলে ফিরলে অস্ট্রেলিয়াকে দুই শ রানের আগেই থামানোর সুযোগ আসে ভারতের। কিন্তু লায়ন, বোল্যান্ডরা সেটা হতে দিলেন কই?

বরং ভারতের সামনে এখন পর্বতারোহণের চ্যালেঞ্জ। অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল সকালে কোনো রান না করলেও এমসিজির রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে রোহিত, কোহলিদের। মেলবোর্নে চতুর্থ ইনিংসে কোনো দল সর্বোচ্চ তাড়া করতে পেরেছে ৩৩২ রান, ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়া ৪৭৪ ও ২২৮/৯ (লাবুশেন ৭০, লায়ন ৪১*, কামিন্স ৪১; বুমরা ৪/৫৬, সিরাজ ৩/৬৬)। ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৬৯ (নীতীশ ১১৪, জয়সোয়াল ৮২, সুন্দর ৫০; বোল্যান্ড ৩/৫৭, কামিন্স ৩/৮৯, লায়ন ৩/৯৬)। *অস্ট্রেলিয়া ৩৩৩ রানে এগিয়ে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা পাকা দক্ষিণ আফ্রিকার, চাপে রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানকে বক্সিং ডে টেস্টে হারিয়ে জায়গা পাকা করে ফেলল তারা। ফলে চাপ বাড়ল ভারতের। লর্ডসে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ হওয়ার লড়াইয়ে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া।

এর আগের দু'টি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছিল ভারত। কিন্তু প্রথম বার নিউজিল্যান্ড এবং পরের বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে যায় তারা। তৃতীয় বার ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে ভারতের কাছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিততে হবে তাদের। অস্ট্রেলিয়ার কাছেও সুযোগ রয়েছে ফাইনালে ওঠার। মেলবোর্ন টেস্টের পর আরও তিনটি ম্যাচ বাকি থাকবে তাদের। ভারতের পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলবেন প্যাট কামিন্সেরা। সেখানে জিতেও ফাইনালে ওঠার সুযোগ পাবেন তাঁরা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'ম্যাচের সিরিজরে প্রথম ম্যাচ জিতে নিল তারা। প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান ২১১ রান করে। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা করে ৩০১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় ২৩৭ রানে। ১৪৮ রানের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে। কিন্তু সেই রান তুলতে গিয়ে ৯৯ রানে ৮ উইকেট চলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু ব্যাটারেরা ব্যর্থ হলেও মার্কো জানসেন এবং কাগিসো রাবাডা মিলে দলকে ম্যাচ জেতান। নবম উইকেটের জুটিতে ৫১ রান তোলেন তাঁরা। ২৬ বলে ৩১ রান করেন রাবাডা। জানসেন ২৪ বলে ১৬ রান করেন। তাঁরা অপরাজিত থেকে ম্যাচ জেতান। ২ উইকেটে জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা।

একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই লর্ডসের ফাইনালে জায়গা পাকা করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১টি টেস্টের মধ্যে সাতটি জিতেছে তারা। ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের এখন ১৫ ম্যাচে ১০৬ পয়েন্ট। ৫৮.৮৯ শতাংশ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। ভারত রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ১৭ ম্যাচে ১১৪ পয়েন্ট। ৫৫.৮৮ শতাংশ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। দক্ষিণ আফ্রিকা জায়গা পাকা করে ফেলায় এ বার লড়াই শুধু ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার। বাকি কোনও দলের পক্ষেই আর ফাইনালে ওঠা সম্ভব হবে না।

চতুর্থ দিন কেন ডিক্লেয়ার করল না অস্ট্রেলিয়া, কী ভাবছেন কামিন্সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। চতুর্থ দিনই ভারতকে ব্যাট করতে আমন্ত্রণ জানাতে পারত তারা। কিন্তু সেটা অস্ট্রেলিয়া করেনি। ডিক্লেয়ার করেনি তারা। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ৯ উইকেটে ২২৮। ভারতের থেকে ৩৩৩ রান এগিয়ে থাকলেও খেলা চালিয়ে যেতে চাইছে তারা। কেন?

অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিলেন তাদেরই ব্যাটার মার্নাশ লাবুশেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এক সময় ৯১ রানে ৬ উইকেট পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। সেখান থেকে দলের রান ২২৮ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে বড় ভূমিকা তাঁর। দিনের খেলা শেষে লাবুশেন জানিয়েছেন, কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাননি তাঁরা। তাই ডিক্লেয়ার করেননি।

মেলবোর্নে চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে

জিতেছে ইংল্যান্ড। ১৯২৮ সালে, অর্থাৎ, ৯৬ বছর আগে ৩৩২ রান তাড়া করতে নেমে তিন উইকেটে জিতেছিল তারা। প্রায় ১০০ বছর সেই রেকর্ড অক্ষত রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই ৩৩৩ রানে এগিয়ে। সেটাই চাইছিল তারা। লাবুশেন বলেন, আমরা চাইলে ওদের চতুর্থ দিনই নামিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু শুরুতে ওদের বোলারেরা যে ভাবে আমাদের চেপে ধরেছিল, তাতে আমরা সেটা করতে পারিনি। ডিক্লেয়ার করার কোনও সুযোগ আমাদের ছিল না। তখন আমরা চেয়েছিলাম, যত বেশি সম্ভব রান করতে। নীচের সারির ব্যাটারেরা সেটা করে দেখিয়েছে।

গত সফরে ব্রিসবেনে চতুর্থ ইনিংসে ৩২৯ রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি অস্ট্রেলিয়া। লাবুশেন বলেন, ৩২৫০-২৬০ রান তাড়া করা সহজ। শুরুতে ভাল জুটি হলে আমরা চাপে পড়ে যেতাম। কিন্তু ৩০০-র বেশি রান তাড়া করতে হলে মানসিক ভাবে একটা চাপ থাকে। সেটাই আমরা চেয়েছিলাম। নীচের সারির ব্যাটারেরা যে ভাবে খেলেছে তার জন্য ওদের কৃতিত্ব প্রাপ্য।দ

যা পরিস্থিতি তাতে পঞ্চম দিন ভারতকে অন্তত ৩৩৪ রান তাড়া করতে হবে। যদি ভারত তা করতে পারে তা হলে মেলবোর্নে সেটি হবে রেকর্ড রান তাড়া করে জয়। ফলে কিছুটা হলেও চাপ থাকবে ভারতের উপর। সেটাই চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তাই চতুর্থ দিন ডিক্লেয়ার করেনি তারা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিজেপির বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে অপারেশন লোটাসের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপি তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র নয়াদিল্লিতে 'অপারেশন লোটাস' চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন। আপ প্রধানের অভিযোগ, তাঁকে হারাতে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে নয়াদিল্লি কেন্দ্রে অপারেশন লোটাস শুরু করেছে গেরুয়া শিবির।

আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অভিযোগ, আপ যাতে এবার দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য যত রকম ষড়যন্ত্র করা যায় সবটা করছে বিজেপি। আমার কেন্দ্র নয়াদিল্লিতে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে অপারেশন লোটাস শুরু হয়েছে। এই ১৫ দিন

ধরে এখানে ৫ হাজার ভোটারকে তালিকা থেকে মুছে নতুন করে সাড়ে ৭ হাজার ভোটারকে যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে কমিশনে। নয়াদিল্লির মতো কেন্দ্রে মোট এক লক্ষ ৬ হাজার ভোটার। এখান থেকে ৫ হাজার ভোটারের নাম মুছে দিয়ে যদি সাড়ে ৭ হাজার ভোটারকে যুক্ত করা হয়, তাহলে ভোট করানোর মানে কী? এতো প্রকাশ্যে চক্রান্ত করা হচ্ছে।

কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, গোটা দিল্লির যেখানে যেখানে আপ শক্তিশালী সেখানে এই ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। নয়াদিল্লি বিধানসভায় গত ২৯ অক্টোবর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯০০ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার। ১৯ ডিসেম্বর মাত্র একদিকে দেড় হাজার ভোটারকে তালিকা থেকে সরানোর আবেদন করা হয়েছে। যারা এক কাজ করছে তাঁরা কারা? কাদের নির্দেশে এটা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এর আগে প্রায় দুই মাস ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা নিয়েছিল, তাহলে মাত্র ১৫ দিনে নতুন করে আসা এই ১০ হাজার ভোটার কারা? যাঁদের তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর পরই সুর চড়িয়ে বলেন, আসলে বাইরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে দিল্লিতে। এবং তাঁদের ভুয়ো ভোটার করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, 'আধিকারিকদের উদ্দেশে জানাতে চাই। যারা চাপের মুখে এই অন্যায়কে সমর্থন করছেন মনে রাখবেন কোনও না কোনও দিন সরকার বদলাবে। কিন্তু ফাইল ও সেখানে আপনাদের সই কিন্তু বদলাবে না। কেউ জিজ্ঞেস করবে না কার নির্দেশে এটা করেছিলেন। বিপদে পড়বেন আপনি।'

রাসায়নিক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক, মৃত ৪

আমদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর: ভোপালের ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনার আতঙ্ক ফিরল গুজরাটে। একটি রাসায়নিক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করার জেরে মৃত্যু হল অন্তত ৪ জন শ্রমিকের। কী ভাবে গ্যাস লিক করল, তা এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, বছর তিনেক আগে গুজরাটের সুরাটে গ্যাস লিক করে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। কেন এইভাবে কারখানা থেকে গ্যাস লিক করছে, সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের বাহরুচ জেলার দাহেজে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গুজরাট ফ্লুরোকেমিক্যালস লিমিটেড নামে একটি রাসায়নিক কারখানাতে। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ আচমকাই কারখানার একতলার একটি পাইপ থেকে গ্যাস লিক করতে শুরু করে। সেই সময়ে কারখানায় উপস্থিত ছিলেন ৪ জন কর্মী। বিষাক্ত গ্যাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন সকলেই।

শনিবার রাতে কারখানার মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন ওই চারজন। খবর পেয়ে মাঝরাতেই ওই কারখানায় গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁদের। রবিবার ভোররাতে সেখানেই মৃত্যু

হয় তিনজনের। সকাল ছটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চতুর্থ শ্রমিক। দাহেজ থানার ইনস্পেক্টর বিএম পাটিদার জানান, আপাতত চারজনের ময়নাতদন্ত হচ্ছে। কী ভাবে গ্যাস লিক করল, সেটা জানতেও চলছে তদন্ত।

উল্লেখ্য, গত মাসে অন্ধ্রপ্রদেশে একটি ওষুধ তৈরির কারখানায় গ্যাস লিক করে। বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন কারখানার অন্তত ২০জন কর্মচারী। পরে মৃত্যু হয় একজনের। এবার গুজরাটে ঘটল এমন ঘটনা। কেন বারবার এ ভাবে কারখানা থেকে লিক হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস? কারখানাগুলিতে কি পর্যাপ্ত সুরক্ষাবিধি মানা হচ্ছে? ২০২২ সালে সুরাটে একই ভাবে গ্যাস লিক করে মৃত্যু হয়েছিল ছ'জনের। ফলে প্রশ্ন উঠছে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানাগুলি কি আদৌ নিরাপদ?

বিমান দুর্ঘটনার পেছনে রয়েছে রাশিয়া, দাবি আজারবাইজানের প্রেসিডেন্টের

আস্তানা, ২৯ ডিসেম্বর: কাজাখস্তানের বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে রাশিয়াই। স্পষ্ট এই কথা জানিয়ে দিলেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। তাঁর মতে, বিমান দুর্ঘটনার আসল কারণ চাপা দিতে চাইছে মস্কো। গোটা ঘটনায় রাশিয়ার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেই দাবি করেছেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট।

কাসপিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে কাজাখস্তানের আকতু শহরের কাছে থেকে একটি ফাঁকা জায়গায় বিমানটি ভেঙে পড়েছিল আজারবাইজান এয়ারলাইনসের বিমান। দুর্ঘটনার সময় বিমানকর্মী-সহ এতে মোট ৬৭ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়। কাজাখস্তানে জরুরি অবতরণ করতেও চেয়েছিলেন পাইলট। তবে অবতরণের সময় ঘটে দুর্ঘটনা। প্রথম থেকেই এই দুর্ঘটনায় রাশিয়ার ভূমিকা রয়েছে বলে মত ছিল ওয়াকিবহাল মহলের।

এহেন পরিস্থিতিতে শনিবার ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়, 'ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার আকাশসীমায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। একই

সঙ্গে দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।' পুতিনের এই বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি ক্ষমা চাইলেন? তবে কি দুর্ঘটনার পিছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে? অনেকে মনে করেন, ইউক্রেনের বিমান ভেবে এটিকে গুলি বা মিসাইল ছুড়ে নামানো হয়েছে। আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের তরফে অবশ্য স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার নেপথ্যে 'বহিরাগত এবং প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ' হতে পারে।

বিতর্কের মধ্যেই সরাসরি রাশিয়াকে তোপ দাগেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট। দেশীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, যাত্রীবাহী বিমানে রাশিয়া গুলি চালিয়েছে। সেই জন্যই মারাত্মক পরিণতি হয়েছে ওই বিমানের। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার কারণ ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মস্কো। দাবি করছে, ভুলবশত এমন ঘটনা হয়েছে। আলিয়েভের বার্তা, নিজেদের দোষ স্বীকার করে রাশিয়ার উচিত অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। সেই সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনার কারণ প্রকাশ্যে আনতেও রাশিয়াকে বার্তা দিয়েছেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট।

গ্যাংটকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

গ্যাংটক, ২৯ ডিসেম্বর: গ্যাংটকে শনিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। পাকিয়ং জেলার লামাতেনে পর্যটকদের বহনকারী একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

জানা গিয়েছে, ওই মৃত দু'জন কলকাতার বাসিন্দা। এর মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। মৃত তরুণীর নাম পায়েল শাসমল। তাঁর আড়াই বছরের মেয়ে শ্রীরোকা শাহ এবং তাঁর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার স্বামী সোবহান শাসমল গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়া গাড়ির চালক ও অপর একজন যাত্রীও আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে মোট ছ'জন ছিলেন। সকলেই কলকাতার বাসিন্দা। ভিন্ন পরিবারের হলেও একইসঙ্গে সিকিমের একাধিক জায়গা ঘুরে জুলুক ফিরছিলেন তাঁরা।

রোংলি ডিভিশন থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে রোংলি মেনলা রোডের জাতীয় সড়ক লামাতেনে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে ওই জাতীয় সড়কটি চওড়া করার কাজ চলছে, ফলে চাকা পিছলে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান চলছে।

উত্তরপ্রদেশে মসজিদের লাউডস্পিকার সরাল পুলিশ

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক মসজিদের লাউডস্পিকার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, মসজিদ থেকে উচ্চস্বরে আওয়াজ আসায় স্থানীয়দের অনেকেরই সমস্যা হচ্ছিল। তা নিয়ে একাধিকবার অভিযোগও পেয়েছে পুলিশ। তারপরই এই পদক্ষেপ করা হল।

লাউডস্পিকার সরানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বেশকিছু মসজিদে লাউডস্পিকারের শধ কমিয়ে দিয়েছে। সব ধর্মীয় স্থান এবং প্রতিষ্ঠানকে শধ দূষণ নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। ফিরোজাবাদ

জেলার পুলিশ সুপার রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'আমরা সব ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাই। কিন্তু নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। কীসে জনসাধারণের সমস্যা হচ্ছে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এমনকি প্রচণ্ড আওয়াজে শধ দূষণও হচ্ছিল। এই পদক্ষেপ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শধ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি যে, 'যে কোনও ধরনের আইন বিরুদ্ধে কাজের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

শীতে সুস্থ থাকতে মেনে চলুন কয়েকটি টিপস

শীতটা এসেও যেন ঠিক আসছে না। কখনও গরম তো কখনও ঠাণ্ডা। ফলে ঘরে ঘরে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। কারণ পরিবেশের সঙ্গে শরীরের যেন সামঞ্জস্য হচ্ছেই না। যখন শীত জাঁকিয়ে পড়বে তখন পরিবেশের সঙ্গে শারীরিক সামঞ্জস্য তৈরি হয়ে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে পারলে খুব একটা সমস্যা দেখা দেয় না। তবে শীতের এই সময়টাতে তাই সবাইকে একটু সচেতনই থাকতে হবে।

প্রথমত, যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি বা অ্যাজমা আছে তাঁদের এই সময়ে ধুলোবালি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে কারণ, শীতের সময় ধুলোবালির পরিমাণটা খুব বেশি থাকে।

এ সময় সুস্থ থাকতে প্রাথমিক ভাবে কতগুলো নিয়ম আপনাকে মেনে চলতেই হবে। যার প্রথমেই রয়েছে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। এর পাশাপাশি এই সময়ে নিজেকে সুস্থ রাখতে মেনে চলুন আরও বেশ কয়েকটা টিপস।

একটি সুষম খাদ্য বজায় রাখুন একটি পুষ্টিকর এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ সারা বছর গুরুত্বপূর্ণ, তবে শীতকালে এর গুরুত্ব যেন অনেক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে খাবারে প্রচুর ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, চর্বিহীন প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মৌসুমি পণ্য এবং ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার বেছে নিতে হবে। এর পাশাপাশি বেশি পরিমাণে শাকসবজি ফলমূলও খেতে হবে।

দ্বিতীয়ত নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা। বাইরের তাপমাত্রা কমে গেলেও শরীর হাইড্রেটেড থাকা অপরিহার্য। শরীরের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে গেলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে হবে।

কারণ, এটা আপনাকে মনে রাখতেই হবে যে জল একটি অপরিহার্য উপাদান যা আপনার শরীরের ওজনের প্রায় ৬০ শতাংশ তৈরি করে। আপনার শরীর বেঁচে থাকার জন্য জলের উপর নির্ভর করে সেইসাথে হোমিওস্টেসিস বজায় রাখা, পুষ্টি পরিবহন, বর্জ্য পণ্য অপসারণ এবং টিস্যু এবং অঙ্গগুলিকে হাইড্রেট করা সহ প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। জলের অভাবে আপনার কিডনিতে পাথর, মূত্রনালীর সংক্রমণ, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং এমনকি ডিহাইড্রেশন হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, যতবারই আপনি শ্বাস নিচ্ছেন, ঘামছেন বা প্রস্রাব করছেন বা মলত্যাগ করছেন, তখনই জল শরীরের থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই কারণে, এবং শরীরের সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে শরীরের জল সরবরাহকে সঠিক মাত্রায় রাখতেই হবে। এর জন্য প্রয়োজনে উষ্ণ ভেষজ চা, স্যুপ এবং ঝোল জাতীয় তরলও গ্রহণ করা যেতে পারে। যা শরীরকে কিছুটা উষ্ণ রাখতেও সাহায্য করবে।

ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন

সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম শরীরে গড়ে তোলার জন্য সঠিক মাত্রায় ঘুম অপরিহার্য। প্রতি রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুম দরকারা। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন একটা রুটিন মাফিক জীবনের। এর পাশাপাশি শোবার ঘরকে আরামদায়ক এবং ঘুমের উপযোগী রাখুন এবং ঘুমের গুণমান উন্নত করতে শোবার আগে স্ক্রিন টাইম কমাতেই হবে।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন

শীতকালে ঠাণ্ডা তাপমাত্রা বা প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস পেতে পারে। সেক্ষেত্রে, ইনডোর ওয়ার্কআউট বা শীতকালীন খেলাধুলায় নিজেকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ব্যস্ত রাকা দরকার। এতে ফিটনেস স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে। এমনকি ইনডোর যোগব্যায়াম, নাচ বা হোম ওয়ার্কআউটের মতো সাধারণ ক্রিয়াকলাপও শরীরকে ও মনকে সক্রিয় রাখে।

ভাল স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস করুন

শীতকালে প্রায়শই ঠাণ্ডা এবং ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়েই। এরজন্য কমপক্ষে ২০ সেকেন্ডের জন্য সাবান এবং জল দিয়ে হাত ধোয়া প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখুন। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং জীবাণুর বিস্তার রোধ করতে অকারণে মুখ স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন।

অনাক্রম্যতা বাড়ান

একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্যের পরিপূরক বিবেচনা করুন। ভিটামিন ডি, সি এবং জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে এই শীতকালের ঠাণ্ডার দিনে যখন সূর্যের এক্সপোজার সীমিত থাকে।
ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন
হাইপোথার্মিয়া বা ফ্রস্টবাইটের মতো অসুস্থতা এড়াতে আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত পোশাক পরুন। লেয়ার পোশাক, প্রয়োজনে টুপি, গ্লাভস, স্কার্ফ এবং জলনিরোধী জুতো ব্যবহার করতে হবে। একইসঙ্গে ঘর গরম এবং তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখুন।

স্ট্রেস পরিহার করুন

শীতকালীন ব্লুজ বা সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (এসএডি) মানসিক স্বাস্থ্যকে

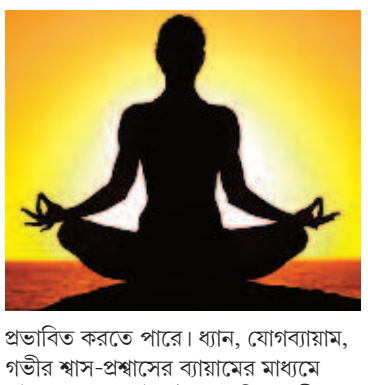

প্রভাবিত করতে পারে। ধ্যান, যোগব্যায়াম, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলি অনুশীলন করুন যা আপনাকে আনন্দ দেয়। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটান। স্ট্রেস কাটাতে প্রয়োজনে পেশাদার সাহায্যও নিতে পারেন।
সামাজিকভাবে সংযুক্ত থাকুন
ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক সংযোগ বজায় রাখুন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে এই যোগাযোগ স্থাপন বিচ্ছিন্নতা এবং একাকীত্বের অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে।

টিকা নিন

প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতা থেকে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করতে ফ্লু এবং অন্যান্য প্রস্তাবিত টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। প্রয়োজনীয় টিকা সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে পরামর্শ করুন।

এছাড়াও শীতের সময় শিশুদের বেশি শ্বাসকষ্ট ঠাণ্ডা আর কাশি নিয়ে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সঙ্গে বয়স্ক ব্যক্তি যারা আছেন তাঁরাও আক্রান্ত হন। এজন্য শিশু ও বয়স্কদের আলাদা খেয়াল রাখা খুবই প্রয়োজন। বাচ্চাদের এবং বয়স্কদের নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। তাই অবহেলা করবেন না, শুরুতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, নিজে ভালো থাকুন পরিবারকে ভালো রাখুন।

শীতে খাবারে অবশ্যই রাখুন

শীত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমাদের শরীর উষ্ণতা এবং পুষ্টি কামনা করে। আর এই শীতে সুস্থ থাকার অন্যতম রক্ষাকবচ হল গুড়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শীতে চিনির বিকল্প হিসাবে কাজ করে গুড়। পায়েস কিংবা পিঠেপুলি, গুড় দিলে অন্য রকম স্বাদ হয়। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয় পরিবারগুলিতে ব্যবহৃত, গুড় শুধুমাত্র একটি মিষ্টির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই নয় বরং এটি পুষ্টির একটি পাওয়ার হাউস বলেও জানাচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। একইসঙ্গে এটিকে শীতকালীন সুস্থতার ক্ষেত্রে এক সুপারফুড হিসেবেও কাজ করে। এছাড়াও গুড়ের নানা উপকারিতা রয়েছে। যেমন,

ন্যাচারাল বডি পিউরিফায়ার

গুড় একটি প্রাকৃতিক বডি ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে কারণ এটি আমাদের সিস্টেম থেকে টক্সিন অপসারণ করে। একইসঙ্গে এটি হজমে সাহায্য করে এবং লিভারের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। শীতকালে যখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন গুড় হয়ে ওঠে অপরিহার্য। নিয়মিত গুড় খেলে রক্ত বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। সঙ্গে রক্ত-অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে এবং শরীরকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে।

জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি

শীতকালে জয়েন্টে ব্যথা বা জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়ার সাথে অনেকেই লড়াই করতে দেখা যায়। সেখানে গুড় কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পারে বলেই জানাচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানাচ্ছেন, আদার সাথে মেশানো হলে, গুড় প্রদাহ কমাতে এবং ব্যথা উপশম করতে একটি কার্যকর প্রতিকার হিসেবে কাজ করে। গুড় বিশেষভাবে উপকার দেয় যদি উষ্ণ দুধের সাথে খাওয়া হয়। কারণ এতে সামগ্রিক জয়েন্টের স্বাস্থ্যকে বাড়িয়ে তোলে এবং আর্থ্রাইটিস প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শীতকালীন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা

গুড়ের আরেকটি সুবিধা হল ফ্লু-এর মতো উপসর্গগুলি উপশম করার ক্ষমতা। গরম জলের সাথে গুড় মেশানো গলা ব্যথা বা শ্বাসযন্ত্রের প্যাসেজে জ্বালা প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। গুড় নিয়মিত খেলে শরীরকে উষ্ণ রাখতে এবং সাধারণ ঠাণ্ডার উপসর্গগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। যে কারণে অনেকেই শীতকালীন রুটিনে একটি অপরিহার্য সংযোজন হিসেবে রাখেন।

ত্বকের গুণমানের উন্নতি

শীতের মাসগুলি ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। সঙ্গে দেখা দেয় জ্বালাপোড়া ভাবও। এর থেকে মুক্তি দিতে পারে গুড়। কারণ, গুড়ের মধ্যে রয়েছে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, যা রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বাড়ায়। এটি শুধুমাত্র ত্বকের অসম্পূর্ণতা নিরাময়ে সাহায্য করে না বরং সামগ্রিক ত্বকের গুণমানকেও সমর্থন করে। এটিকে প্রাকৃতিক তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে শীতের সময়ে ত্বক হাইড্রেটেড এবং স্বাস্থ্যকর রাখবে। ফলে ত্বকের শুষ্ক ও জ্বালাপোড়া থেকে মিলবে মুক্তি।

ইমিউনিটি বুস্টার

ডায়েটে গুড় অন্তর্ভুক্ত করার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল এর সমৃদ্ধ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সামগ্রী। সেলেনিয়াম এবং জিঙ্কের মতো খনিজ পদার্থে ভরপুর, গুড় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। শীতকালে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমাদের শরীর বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য সংবেদনশীল। গুড়ের সাথে পরিশোধিত শর্করা প্রতিস্থাপন করা নিশ্চিত করে যে আপনি খালি ক্যালোরি ছাড়াই পুষ্টিসমৃদ্ধ সুইটনার গ্রহণ করেন, যা আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে আরও সুন্দর ও সবল রাখে।

এর পাশাপাশি আরও গুণ আছে গুড়ের। তা ছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও চিনির বদলে গুড় খান অনেকে। তবে শুধু খাবারের স্বাদ আনা কিংবা ওজন ধরে রাখা গুড়ের একমাত্র কাজ নয়। গুড় সত্যিই শীতে বাড়তি খেয়াল রাখে শরীরের। গুড় চা কিন্তু বেশ উপকারী। চায়ে চিনির বদলে গুড় দিয়ে খেলে বেশ কিছু সুফল মেলে।

হজমশক্তি উন্নত করা থেকে, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও কাজে আসে গুড়ের চা। আর গুড় চায়ের সঙ্গে যদি খানিকটা আদা মিশিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির সমস্যাও দূরে থাকবে। এছাড়াও শীতে যাঁরা শ্বাস কষ্টে ভোগেন তাঁদের নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি শ্বাসকষ্টের সমস্যা সমাধানে গুড়ের ভূমিকা কম নয়। কারণ, গুড় শ্বাসযন্ত্র পরিষ্কার রাখে। সর্দি-কাশি থেকেও রক্ষা করে গুড়। ঠাণ্ডা লাগলে ঘন ঘন চা খেতে ইচ্ছা করে। প্রতি কাপে যদি একটু করে গুড় মিশিয়ে নেন, তা হলে সুস্থ থাকা সহজ হবে।

রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বাভাস দেয় নখে সাদা দাগ

স্বাস্থ্যের সঠিক যত্ন নিতে হলে নজর রাখতেই হবে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব দিকেই। তবে বহুক্ষেত্রেই অনেক অসুখের লক্ষণ আমাদের শরীরে জানান দেয় অনেক আগেই যা আমরা দেখেও দেখি না বা পাত্তাই দিই না। পরবর্তীতে রোগের পূর্বাভাসকে পাত্তা না দেওয়ার কারণে সেগুলি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, অনেক সময়ই আমাদের নখের উপর সাদা-সাদা দাগ দেখা যায়। যা নিজে থেকেই আসে আবার নিজে থেকেই উধাও হয়ে যায়। তাই এই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান কেউই। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, নখের উপর এই সাদা দাগই শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধার ইঙ্গিত দেয়। আর সেই কারণেই এই ধরেনর দাগ দেখা গেলে সতর্ক হতে হবে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা। কারণ নখের উপর এই সাদা-সাদা দাগের পিছনে লুকিয়ে অনেক রোগের লক্ষণ।

এই তালিকায় রয়েছে

অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া—

কখনও কখনও নেলপলিশ, নেল গ্লস বা নেলপালিশ রিমুভার ব্যবহারের ফলে নখে সাদা দাগ পড়ে। আসলে এতে কিছু রাসায়নিক থাকে যা নখের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং এর ফলে নখ নষ্ট হতে থাকে। এর কারণে সাদা দাগ দেখা যায়।

ছত্রাকের কারণে —

অনাইকোমাইকোসিস নামক একটি ছত্রাক সহজেই নখের পৃষ্ঠকে সংক্রমিত করতে পারে। এই সংক্রমণের প্রথম লক্ষণ হল নখের সাদা দাগ। এটি নখের উপর দ্রুত

ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং নখ ধীরে-ধীরে পুরু ও ভঙ্গুর হতে পারে।

আঘাত —

অনেক সময় আঘাতের কারণে নখের উপরিভাগ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে সাদা দাগের মতো দাগ দেখা যায়। নখ বাড়ার সাথে সাথে এগুলোও বৃদ্ধি পায়। সাধারণত, দরজা কোণায় য় হাত লেগে আঘাত, আঙুল চাপা, ডেস্কের সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদি কারণে এটি হতে পারে।

খুব বেশি ম্যানিকিওর করা —

নিয়মিত ম্যানিকিওর করলে অতিরিক্ত চাপের কারণে নখে এমন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। তাই অত্যধিক চাপ দিয়ে ম্যানিকিওর এড়িয়ে চলুন।

ওষুধের জন্য—

অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধের কারণেও নখে সাদা দাগ পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় কেমোথেরাপির পরে এই লক্ষণটি দেখা দেয়। এছাড়া কিডনি ফেইলিওর, হৃদরোগ, রক্তশূন্যতা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগেও এটা হতে পারে।

শরীরে মিনারেলের অভাব দেখা দিলে—

শরীরে জিঙ্ক ও ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে নখে সাদা দাগ দেখা দিতে পারে। তাই খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং সব ধরনের খাবার খান। অতএব, এই ধরনের উপসর্গ উপেক্ষা করার পরিবর্তে, আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা অত্যন্ত জরুরি।